Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Chaitra 7, 1430 Bangla, March 21, 2024, Thursday, No. 81, 54th year

H I G H L I G H T S

Foreign Minister Dr. Hasan Mahmud says that the Key-actors of the one-eleven are still active and will play the game if they get a chance. So, beware of them. (R. Today: 17)

BNP Chairperson Begum Khaleda Zia's suspended sentence is extended by 6 months. However, she has no opportunity to go abroad for treatment, says Law Minister Anisul Haque. (R. Today: 18)

BNP SJSG Ruhul K Rizvi has thrown the Indian shawl away wrapped around himself to express solidarity with the boycott of Indian products. Through this, BNP officially started the boycott. (R. Today: 17)

HC grants anticipatory bail to 4 lawyers, including Nahid Juthi, the main accused in the case in connection with the fight over the counting of votes of Suprem Court Bar Association election. (VOA: 13)

In the first 8 months of the current FY, the ADP implementation rate is only 31.17%, Which is lowest in last 5 years. About tk 85,602 crores have been spent during this time. (Jago FM: 22)

Prof Imtiaz feels that the impact of the amended citizenship law of India will be felt in BD before their elections and if BJP comes to power again, religious minorities' concern will increase in India, it may also have an impact on the border of BD. (BBC: 6)

To increase revenue collection, the IMF has suggested the introduction of online filing of income tax returns by large companies from the middle of this year. (Jago FM: 21)

Bangladesh ranks 129th out of 143 countries in the list of the happiest countries in the world, 11 steps behind than that of last year. (R. Today: 18)

Malaysia has repatriated 2,530 undocumented Bangladeshis under a migrant repatriation program implemented this month. (R. Today: 16)

Eight days after the hijacking, the Somali pirates contacts Kabir Group, the owner of the MV Abdullah, for the first time. (BBC: 9)

Five people were killed in a head-on collision between a passenger bus and a microbus in Gopalganj. Four people were burnt in a gas cylinder explosion at a Hotel at Malibag in Dhaka. (Jago FM: 19 & 22)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর,
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ৭, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ২১, ২০২৪, বৃহস্পতিবার, নং- ৮১, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন এক এগারোর কুশীলবরা এখনো ঘাপটি মেরে আছে সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। তাই তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। (রে. টুডে : ১৭)

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ ৬ মাস বাড়ছে। তবে চিকিৎসার জন্য তার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। (রে. টুডে : ১৮)

ভারতীয় পণ্য বর্জনের সংহতি প্রকাশ করতেই নিজের গায়ে জড়ানো ভারতীয় চাদর ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলো বিএনপি। (রে. টুডে : ১৭)

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের ভোট গণনা নিয়ে মারামারির ঘটনায় মামলার প্রধান অভিযুক্ত আইনজীবী নাহিদ সুলতানা যুথীসহ চার আইনজীবীর আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। (ভোয়া : ১৩)

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) এডিপি বাস্তবায়নের হার মাত্র ৩১ দশমিক ১৭ শতাংশ। বিগত ৫ বছরের মধ্যে যা সবথেকে কম। এ সময়ে খরচ হয়েছে ৮৫ হাজার ৬০২ কোটি টাকা। (জাগো এফএম : ২২)

অধ্যাপক ইমতিয়াজ মনে করছেন, ভারতে নির্বাচনের আগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রভাব বাংলাদেশে পড়বেই। স্বাভাবিকভাবে বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসলে ভারতে যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের চিন্তা বাড়বে, সেই সাথে বাংলাদেশের সীমান্তেও এর প্রভাব পড়তে পারে। (বিবিসি : ৬)

রাজস্ব আদায় বাড়াতে চলতি বছরের মাঝামাঝি থেকেই বৃহৎ কোম্পানিগুলোর আয়কর রিটার্ন অনলাইনে জমা দেওয়ার বিধান চালু করার পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। (জাগো এফএম : ২১)

গত বছরের চেয়ে ১১ ধাপ পিছিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৩ দেশের মধ্যে ১২৯ তম। (রে. টুডে : ১৮)

চলতি মাসে কার্যকর করা অভিবাসী প্রত্যাবাসন কর্মসূচির আওতায় নথিবিহীন ২৫৩০ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। (রে. টুডে : ১৬)

জিম্মি করার আট দিন পর প্রথমবারের মতো এমভি আব্দুল্লাহ'র মালিকপক্ষ কবির গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করেছে সোমালি জলদস্যুরা। (বিবিসি : ৯)

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে যাত্রীবাহী বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। রাজধানীর মালিবাগ মোড়ে শাহজালাল হোটেলে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে চারজন দগ্ধ হয়েছেন। (জাগো এফএম : ১৯ ও ২২)

বিবিসি

ভোলার স্কুলে 'অজানা রোগে' আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের আসলে কী হয়েছে?

বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ জেলা ভোলার একটি স্কুলে ক্লাস চলাকালীন সময়ে সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের গণহারে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। তারা মাথা ব্যথা হচ্ছে বলে জানান ও কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে পড়েন, যার পর ৩৬ জন শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। চিকিৎসক ও মনস্তাত্ত্বিকরা বলছেন, আতঙ্কিত হয়ে শিক্ষার্থীরা 'মাস সাইকোলজিকেল ইলনেস' বা 'গণ-মনস্তাত্ত্বিক রোগে' আক্রান্ত হয়েছে। একজনের দেখাদেখি আরেকজনের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এ ধরনের অসুস্থতার ঘটনা ঘটে। এটি এক ধরণের লঘু মানসিক রোগ। কিন্তু এই মাস সাইকোলজিকেল ইলনেস কী? এর চিকিৎসাই বা কী? সদর উপজেলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের পশ্চিম চরপাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার সকালে ক্লাশ চলাকালীন সময়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে। ঘটনার সূত্রপাত যখন জিহাদ নামে অষ্টম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী হাতে কলমের পিন ঢুকে রক্ত বের হওয়ার পর মাথা ব্যথা করছে বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এ সময় একই ক্লাসের আরো কয়েকজন শিক্ষার্থী মাথা ঘুরছে বলে আতঙ্কিত বোধ করতে থাকে ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে শ্রেণি শিক্ষক আবু সাইদ বিষয়টি প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামকে অবহিত করেন। শ্রেণি শিক্ষক আবু সাঈদ জানান, "শিক্ষার্থী জিহাদ কলমের নিব থেকে আঙ্গুলে ব্যথা পেয়ে রক্ত যাতে না পড়ে সেজন্য আঙ্গুল চেপে ধরে। পরে দেখি সে মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিল থেকে নিচে পড়ে যায়। এরপরই আরো কয়েকজনের একই রকম অবস্থা হয়"। পশ্চিম চরপাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "সকাল এগারটায় অষ্টম শ্রেণীর দ্বিতীয় পিরিয়ডে অঙ্কের ক্লাস চলাকালীন সময়ে জিহাদ নামে এক শিক্ষার্থীর অসুস্থতার খবর পেয়ে ক্লাসে যাই। ওই শিক্ষার্থী অজ্ঞান হওয়ায় শ্রেণী শিক্ষক তাৎক্ষণিক-ভাবে তার মাথায় পানি দেয়। পরে সেখানে আরো ছয়জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই মাথা ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করছে বলে জানায়। জিহাদ অসুস্থ হওয়ার পর তার দেখাদেখি এই ক্লাসেরই আরো কয়েকজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে সাথে সাথে ওই ক্লাস থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে দেই। ক্লাসে কোনও সমস্যা হলো কি না তা দেখার জন্য। এ সময় আমি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করি। ওই সময় পুরো স্কুল ছুটি দিয়ে দেই", জানান মি. ইসলাম। মি. ইসলাম বলেন "অ্যাম্বুলেন্স আনার জন্য ৯৯৯-এ ফোন করি। অ্যাম্বুলেন্স আসার পর মোট ১৬ জন শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তাদেরকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় অন্য শিক্ষার্থীরাও বিষয়টি দেখেছিল। ফলে আতঙ্কিত হয়ে বাড়িতে গিয়ে অন্যান্য ক্লাসের আরো প্রায় ২০ জন অসুস্থ হলে রাত দশটা নাগাদ তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মোট ৩৬ জন শিক্ষার্থীকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।"

সপ্তম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আফসানা বেগম বলেন, "আমার মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে এসে মাথা চেপে ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে বলছিল আম্মা মাথা ফেটে যাচ্ছে। তার চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল এ সময়। পরে দুপুরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। ওই হাসপাতালে স্কুলের আরো অনেক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছিল", জানান তিনি। আরেক শিক্ষার্থীর অভিভাবক মনির হোসেন বলেন, "স্যারের ফোন পেয়ে স্কুলে যাই। গিয়ে দেখি বেশ কয়েকজন বাচ্চা মাথায় থাপ্পড় দিয়ে কাঁদতেছে। আমার ছেলে বলে খুব মাথা ব্যথা করছে। পরে তাকেসহ অন্যান্যদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।" ভোলা সদরের ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে বুধবার সকাল পর্যন্ত ৩৬ জন শিক্ষার্থী এমন অসুস্থ হয়ে ভর্তি রয়েছে। প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম জানান, "বুধবার স্কুল খোলা থাকলেও শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে একেবারে আসেনি বললেই চলে।" ভোলার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মনিরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে জানান, "আতঙ্কিত হয়ে শিক্ষার্থীদের এমন অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছে। এটিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'মাস সাইকোলজিক্যাল ইলনেস' বা 'গণ-মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা' বলে। এটা আসলে কোনও ছোঁয়াচে রোগ না। একজনের দেখাদেখি আরেকজনের হয়েছে। এটা মূলত মানসিক রোগ। সাধারণত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের রোগ হয়। কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সাধারণত এটা হয় না", জানান তিনি। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই জানিয়ে মি. ইসলাম বলেন, "এ ঘটনায় অভিভাবকরা যেটা বলেছেন একজনকে ধরার ফলে আরেকজনের হয়েছে, বিষয়টা এমন নয়। এটা ছোঁয়াচে কোনও রোগ নয়। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। চিকিৎসা হিসেবে এতে তেমন সুনির্দিষ্ট কোনও ওষুধ দেওয়া হয় না। সাইকোথেরাপি, কাউন্সেলিং করে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করা হয়। এই শিক্ষার্থীদেরও কাউন্সেলিং করানো হচ্ছে। ডাক্তার, শিক্ষকরা তাদের কাউন্সেলিং করেছে। তাদের বোঝানো হয়েছে এটা কোনও রোগ নয়, ভীতি থেকে মানসিক রোগ। প্রয়োজনভেদে কাউকে স্বল্পমেয়াদী চিকিৎসা দেওয়া হয়", বলেন মি. ইসলাম।

বাংলাদেশে এর আগেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছে বলে জানান ওই চিকিৎসক। তখন গণমাধ্যমে ব্যাপক হারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের অনেককেই হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তত্ত্বাবধায়ক ডা. মনিরুল ইসলাম। জেলা সিভিল সার্জন কে এম শফিকুজ্জামান ঘটনার পরই শিক্ষার্থীদের দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "এক শিক্ষার্থীকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে অন্যরা ভয় পেয়ে কান্না করেছে, অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছে। এটি মাস সাইকোলজিকেল ইলনেস বা গণমনস্তাত্ত্বিক রোগ। প্রাথমিকভাবে কয়েকজনকে স্যালাইন দেয়া হয়েছে। দুই একজনকে

অক্সিজেন দেওয়া হয়েছিলো। এখন তারা ভালো আছে। প্যানিক থেকে এমনটি হয়েছে শিক্ষার্থীদের", বলেন তিনি। মনস্তাত্ত্বিকরা বলছেন, এটি আগে 'মাস হিস্টিরিয়া' নামে অভিহিত ছিল। এখন এটিকে 'মাস সাইকোলজিকেল ইলনেস' বা গণ-মনস্তাত্ত্বিক রোগ বলা হয়। মনস্তত্ত্ববিদ মোহিত কামাল বিবিসি বাংলাকে নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "এটি আগেও হয়েছে। প্রায় এক যুগের বেশি সময় আগে নরসিংদীতে এ ধরনের ঘটনার খবর পেয়ে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম। সেখানে সবাই অজ্ঞান হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছিল।" মনস্তাত্ত্বিকরা জানান, মানসিক রোগ আসলে দুই ধরনের। প্রথম প্রকার গুরুতর ধরনের অসুস্থতা, আরেকটি লঘু অসুস্থতা। এই রোগটি লঘু অসুস্থতার পর্যায়ে পড়ে। মি. কামাল বলেন, "এটাকে কনভারসন ডিজঅর্ডার বলে। মানুষের মনের ভেতরের দ্বন্দ্ব, চাপ, আতঙ্ক, সংশয় সব কিছুই শারীরিক আকারে রূপ নেয়। মাথাব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, অজ্ঞান হওয়া ... আবার অনেকের সাময়িকভাবে স্মৃতিশক্তি চলে যায়। এটা মাইনর মেন্টাল ইলনেসের গোত্রভুক্ত।" সাধারণত একজনের দেখাদেখি আরেকজন এ রোগে আক্রান্ত হয় বলে জানান মি. কামাল। এর চিকিৎসা সম্পর্কে মি. কামাল বলেন, "রোগীর মনে যে অহেতুক ভীতি তৈরি হয় তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। পরামর্শ দিয়ে নয় বরং তার মনের ভেতরে যে ভয় রয়েছে - সে যাতে নিজে বুঝতে পারে এটি শুধুই একটি ভীতি এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। এই পদ্ধতিকে সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি বলে। এতে রোগীকে নিজের অবস্থান নিজেই যাতে সে বুঝতে পারে সে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আবার আরেকটি পদ্ধতি 'এক্সপ্লোরেটিভ সাইকোথেরাপি'র মাধ্যমে রোগী কী কারণে ভয় পাচ্ছে তা বের করা হয়। প্রাথমিকভাবে উদ্বেগ বা ভয় দূর করতে কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। 'এটি কিছু নয়' এমন বিষয় ডাক্তার বললে হবে না, এটি রোগী নিজে অনুভব করতে হবে এই পদ্ধতিতে", জানান মনস্তত্ত্ববিদ মোহিত কামাল। অর্থাৎ রোগী নিজে আবিষ্কার করবে কীসে তার ভয়, কেন তা হচ্ছে - এরপর তাকে সেই অনুযায়ী কাউন্সেলিং করা হবে। এই মাস সাইকোলজিকেল ইলনেস বা গণ-মনস্তাত্ত্বিক রোগে আতঙ্কিত হওয়ার তেমন কিছু নেই বলে জানান মনস্তাত্ত্বিকরা। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২০.০৩.২০২৪ রিহাব)

ঢাকায় আবারো 'ডাক্তারের অবহেলায় রোগীর মৃত্যু'র অভিযোগ, তদন্ত করছে হাসপাতাল

আবারো 'ডাক্তারের অবহেলায়' রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার ঢাকার কল্যাণপুরে ইবনে সিনা হাসপাতালে মারা যাওয়া নারীর পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলায় বাঁচানো যায়নি পলি সাহা নামে ওই প্রসূতি নারীকে। তবে, ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। যদিও একাধিকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা যায়নি কর্তব্যরত চিকিৎসকের সঙ্গে। এদিকে, মারা যাওয়া নারীর স্বামী জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বিএমডিসিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানাবেন। বাংলাদেশে চিকিৎসক এবং হাসপাতালের ভুলে ও অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ নতুন নয়। চলতি বছরই জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে এমন তিনটি ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে খৎনা করাতে গিয়ে দুটি শিশুর মৃত্যু এবং এন্ডোস্কোপি করাতে গিয়ে একজন যুবকের মৃত্যুর পর তা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। বুধবার পলি সাহার মরদেহ সৎকারের জন্য গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিকতা শেষে ঢাকায় ফিরে বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বিএমডিসিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন তার স্বামী আশীষ রায় মুন্না। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেছেন, ১৮ই মার্চ দুপুরে কল্যাণপুরের ইবনে সিনা হাসপাতালে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে পলি-মুন্না দম্পতির একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু অপারেশনের কয়েক ঘণ্টা পর তার স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। টানা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং রক্তচাপ কমতে থাকলে এক পর্যায়ে চিকিৎসকরা রোগীর জরায়ু কেটে ফেলার প্রস্তাব দেন। স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য মি. মুন্না 'ডাক্তারদের দায়িত্বে অবহেলা, শারীরিক জটিলতার মাঝেই দ্বিতীয় অপারেশন এবং ভুল চিকিৎসা'কে দায়ী করেছেন। বিবিসি বাংলাকে তিনি আক্ষেপ করে বলছিলেন, "আমি একটা সুস্থ পেশেন্টকে নিয়ে আসছি (হাসপাতালে)। সে হাসতে হাসতে হসপিটালে আসছে যে সার্জারি করবে। কিন্তু তাদের (ডাক্তারের) দায়িত্বের অবহেলার জন্য আমার সুস্থ পেশেন্ট আজকে মারা গেল।" মি মুন্না জানান, সোমবার সিজারিয়ান অপারেশনের এক ঘণ্টা পর পোস্ট অপারেটিভের ডাক্তার তাদেরকে জানিয়েছিলেন যে 'পেশেন্ট ঠিক আছে, কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে।' ওইদিন রাতে তাদেরকে ডাক্তার বলেন, "সাধারণত সিজার করতে গেলে ব্লিডিং হয়, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ওর ব্লিডিংটা বেশি হচ্ছে। আমরা দেখতেছি যে কী করা যায়।" সন্ধ্যা সাতটার দিকে রোগীকে রক্ত দেওয়া হয় এবং তারপর হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছিল, 'আপাতত কোনও সমস্যা নাই। ওকে প্যাথেডিন (ব্যথা উপশমকারী ওষুধ) দিছি...চিন্তার কিছু নাই।' রাত আটটার দিকে জানানো হয়, রোগীর রক্তক্ষরণ কমেছে, কিন্তু রক্তচাপ ওঠানামা করছে। মি. মুন্না বলছেন, "রোগীর তখনও রক্তপাত হচ্ছিল, কিন্তু ডাক্তাররা সেটাকে গুরুত্ব দেয়নি।" তিনি অভিযোগ করেন, "রাত সাড়ে চারটার দিকে ডা. শারমিন আমার ফোনে কল দিয়ে বলতেছে যে, আপনার পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ। তাকে ইমিডিয়েটলি আইসিইউ-তে শিফট করা লাগবে। ব্লাড জোগাড় করেন।" ভোর ছয়টার দিকে রোগীকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। "আইসিউতে যখন শিফট করায়, তখনই দেখি রোগীর অবস্থা খারাপ। অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম, আমি তাকে ডাকতেছি, কিন্তু সে আমার সাথে কথা বলতে পারতেছে না"। "ডাক্তার তখন আমায় বলে যে পেশেন্টের আরেকটা অপারেশন করতে হবে। আমি বলি যে ঠিক আছে, কিন্তু ও যেন সার্ভাইভ করে, ওর যেন কিছু না হয়।" মি. মুন্না বলেন, "সি সেকশনের সময় যে জায়গায় অপারেশন করেছিলো, সার্জারি করে সেটা খুলে তারা জরায়ুটা আবার ওপেন করে তখন। তারপর আমাদেরকে বলে যে জরায়ুতে সমস্যার কারণে ব্লিডিং হচ্ছে। এক্ষুণি এটা কেটে ফালায়ে দিতে

হবে, তাহলে পেশেন্ট বাঁচবে। নয়তো বাঁচানো খুব টাফ। আমি বলি যে ঠিক আছে, কিন্তু আমার পেশেন্টকে বাঁচান।" এরপর সকাল সাড়ে সাতটার দিকে রোগীকে আবার আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ডাক্তাররা তাকে আবারো জানান যে রোগীর অবস্থা ভালো না। তিন ঘণ্টা পর একজন কার্ডিওলজিস্ট মি. মুন্নাকে জানান যে রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। "কিছুক্ষণ পর আইসিইউ ইনচার্জ এসে বলে যে আপনাদের যদি দেখার ইচ্ছা হয়, দেখতে পারেন। গিয়ে দেখি কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে। তখন বুঝে গেছি, যা হওয়ার হয়ে গেছে," বলছিলেন মি. মুন্না। ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিবিসি বাংলাকে বলেছে, বিষয়টি তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। হাসপাতালের একজন পরিচালক (অব.) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. পারভেজ কবীর জানান, "কালকে (মঙ্গলবার) রাতে রোগীর আত্মীয়রা এসেছিলেন। আমরা তাদের সাথে বসি এবং এক ঘণ্টা ধরে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেই।" তিনি বলেন, "আমরা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি করেছি। তাদের তদন্তের রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব যে প্রকৃত ঘটনা কী। রিপোর্ট পেলে আমরা সঠিক তথ্য দিতে পারব। ভুল চিকিৎসা নাকি, চিকিৎসায় অবহেলা, সেটা তদন্ত রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যাবে," তিনি বলেন।

এদিকে, অভিযোগের ব্যাপারে ডা. শারমিন মাহমুদের সঙ্গে মোবাইল ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। ভুল চিকিৎসা কিংবা চিকিৎসকদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়। চলতি বছরের তিন মাসও এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু এরই মাঝে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অনেক খবর ইতোমধ্যে গণমাধ্যমে এসেছে। এর মাঝে জানুয়ারির শুরুতে গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থাকাবস্থায় মৃত্যু হয়েছিলো পাঁচ বছর বয়সী শিশু আয়ান আহমেদের। তাকে ৩১শে ডিসেম্বর খৎনা করানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলো পরিবার। কিন্তু অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার পর তার আর জ্ঞান ফেরেনি। এই ঘটনা দেশে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিলো। এরপর ফেব্রুয়ারিতে খৎনা করাতে গিয়ে মৃত্যু হয় আরেক শিশু আহনাফ তাহমিদের। ঢাকার মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টারে দশ বছর বয়সী ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছিলো। এই দুইটি শিশুর পরিবারেই অভিযোগ ছিল, তাদেরকে 'ফুল অ্যানেসথেসিয়া' দেওয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতেই ঢাকার ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালে এন্ডোস্কোপি করাতে গিয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে রাহিব রেজা নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার স্বজনদের অভিযোগ, ল্যাবএইড হাসপাতালে পরীক্ষার রিপোর্ট না দেখেই রাহিব রেজাকে অ্যানেস্থেশিয়া প্রয়োগ করা হয়। "এবং শারীরিক জটিলতার মধ্যেই তার এন্ডোস্কোপি করা হয়। যে কারণে তার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় এবং একপর্যায়ে শারীরিক অবস্থা আরও জটিল হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।" এই ঘটনাগুলো নিয়ে গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ায় সেগুলো নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কিন্তু এর বাইরেও ভুল চিকিৎসা এবং অবহেলায় রোগীর মৃত্যু বা নানা সমস্যার অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। বাংলাদেশে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৮০ এবং ৮৮ ধারাতে 'সরল বিশ্বাসে পরিচালিত চিকিৎসাকার্যে সংঘটিত দুর্ঘটনার দায় থেকে চিকিৎসককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসায় অবহেলাজনিত কারণে অভিযোগ করার একমাত্র জায়গা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল বা বিএমডিসি। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিএমডিসির নিয়মানুযায়ী, কেউ লিখিত অভিযোগ করলে তা অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে জবাব দেয়ার জন্য সময় বেঁধে দেয়া হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর অভিযোগকারীকে জানানো হবে। তিনি তা গ্রহণ না করলে তদন্ত কমিটি গঠন করে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত চিকিৎসকের লাইসেন্স স্থগিত করার বিধান রয়েছে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা বিএমডিসির এই প্রক্রিয়া জানেন না বা এর মধ্য দিয়ে যান না। আইনে চিকিৎসকদের দায় নিয়েও স্পষ্টভাবে কোনও কিছু বলা হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড ট্রাস্টের আইনজীবী অনিক আর হক চলতি বছরের জানুয়ারিতে বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "এ ধরনের ক্ষেত্রে খুব বেশি হলে বিএমডিসিতে অভিযোগ করা যায়। তদন্ত কমিটিতে চিকিৎসকরাই থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণ হয় না। ভুক্তভোগী তখন বাধ্য হয়ে হাইকোর্টে রিট করে। তবে, অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যু হলে ফৌজদারি মামলা করার সুযোগ আছে," বলেন মি. হক।

ভুল চিকিৎসা বা অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যুর অভিযোগে ক্ষতিপূরণ চেয়ে করা এ রকম বেশ কয়েকটি রিট হাইকোর্টে বিচারাধীন বলে জানান তিনি। এছাড়া 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন ২০২৩' নামে একটি আইনের খসড়া করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তবে, সেটি এখনো আইনে পরিণত করা হয়নি। এর খসড়াতেও চিকিৎসায় অবহেলাজনিত কারণে রোগীর মৃত্যু হলে ফৌজদারি আইনে বিচার এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এতে, হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের এবং চিকিৎসা প্রদানকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাসপাতালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে লাইসেন্স বাতিল ও চিকিৎসকের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশের কথা উল্লেখ আছে খসড়ায়। সেইসাথে, এ সকল অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপসযোগ্য হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনজীবী আরও বলছেন, ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৩৩৮ ধারাটি ডাক্তারি অবহেলা সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিকারের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধারায় উল্লেখ আছে, যে কোনও ধরনের বেপরোয়া কাজ বা অবহেলার কারণে আঘাত দিলে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা একসঙ্গে দুটি দণ্ডই দেওয়া যাবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২০.০৩.২০২৪ রিহাব)

যে পাঁচটি কারণে ভারতের নির্বাচনে নজর থাকবে বাংলাদেশের

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের সাড়ে তিন মাসের মাথায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারতের লোকসভা নির্বাচন। ভোট পূর্ববর্তী ভারতের সব জনমত জরিপই বলছে, বাংলাদেশের মতো ভারতের নির্বাচনেও ক্ষমতায় পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। একারণেই সম্ভবত এই নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহ কিছুটা স্তিমিত। তবুও ঐতিহাসিকভাবে দিল্লিতে কী হচ্ছে তা সব সময়ই বাংলাদেশকে প্রভাবিত করে। ভারতের নির্বাচনের ঠিক আগে ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদী সরকার বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কার্যকর করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার কি না, সে বিষয়টিও ভারতের রাজনৈতিক এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা অনেকেই বলছেন, সিএএ বাস্তবায়নের পর 'এনআরসি' বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বাস্তবায়নেরও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। এই এনআরসি কার্যকর হলে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বহু মুসলিম ভারতের নাগরিকত্ব হারাতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন তারা, এবং যথারীতি এর প্রভাব পড়বে বাংলাদেশ সীমান্তে। নতুন এই আইনটির কারণেই অতীতের যে-কোনো নির্বাচনের চেয়ে ভারতের এবারের নির্বাচনে 'বাংলাদেশ ইস্যু'টি জড়িয়ে রয়েছে খুব নিবিড়ভাবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এমনিতেই এই আইনটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নির্বাচনের আগে এই নাগরিকত্ব আইনের ইমপ্যাক্ট বাংলাদেশে পড়বেই।" সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারতের ভূমিকা নিয়েও এক ধরনের আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। যে কারণে ভারতের নির্বাচনের আগে সেটা নিয়েও নানামুখী আলোচনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টি যেমন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বাণিজ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন চুক্তি - সব কিছুই ভারতের শাসনব্যবস্থায় কোন দল আসবে তার উপর নির্ভরশীল। আবার ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বাংলাদেশের উপর সব সময় প্রভাব রাখে। এসব নানা কারণে ভারতের নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশে এক ধরনের আগ্রহ থাকেই।" ভারতের ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন আসুক আর নাই বা আসুক, এমন অন্তত পাঁচটি কারণ চিহ্নিত করা যেতেই পারে যেগুলোর জন্য বাংলাদেশের মানুষ ভারতের আসন্ন নির্বাচনের দিকে সতর্ক নজর রাখবে। এই প্রতিবেদনে এমন পাঁচটি কারণ তুলে ধরা হলো।

নাগরিকত্ব আইন

ভারতে গত সপ্তাহে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ) কার্যকর করার পর থেকে এ নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক চলছে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম-সহ সে দেশের নানা জায়গায়। ওই আইন অনুযায়ী, ২০১৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ওই তিন দেশের যে সমস্ত হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও পারসিদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণে ভারতে চলে এসেছিলেন তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এখন এর অর্থ দাঁড়ায়, আইনটি কার্যকর হলে ২০১৪ সালের পর থেকে যারা বাংলাদেশ থেকে গিয়ে গত প্রায় সাড়ে নয় বছরে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের বাংলাদেশে ফেরত আসতে হবে। তখন এই প্রশ্নটিও উঠবে যে এই সংখ্যা তাহলে কত হতে পারে? এদিকে গত পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের ক্ষমতায় রয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। এই সরকারের আমলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার কারণে দেশ ছেড়েছে কেন, এমন অস্বস্তিকর প্রশ্নও তখন সামনে আসতে পারে। সেই সঙ্গেই প্রশ্ন উঠবে, তারা যদি বাংলাদেশে ফেরত আসতে চায় তাহলে বাংলাদেশ কি তাদের গ্রহণ করতে রাজি হবে? ফলে ভারতের নির্বাচনের ঠিক আগে এই আইন চালু হওয়ায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিষয়টি নিয়ে নানামুখী আলোচনা করছে। নয়াদিল্লির সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শাহাদাৎ হোসাইন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সিএএ বাস্তবায়নের পর এনআরসি বাস্তবায়নের একটি পরিকল্পনাও রয়েছে। আর এনআরসি হলে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু মুসলিম নাগরিকত্ব হারাবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। অবধারিতভাবে যার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশ সীমান্তে।" ফলে অতীতের যে-কোনো নির্বাচনের চেয়ে ভারতের এবারের জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ ইস্যু অনেক বেশি জড়িয়ে রয়েছে বলেও মনে করছে বিশ্লেষকরা। এই নাগরিকত্ব আইন কার্যকরের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত জুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন, "সিএএ হচ্ছে বাংলাকে আবার ভাগ করার এবং দেশ থেকে বাঙালিদের বিতাড়িত করার খেলা।" যদিও ভারতে এই আইন কার্যকর হওয়ার পর বাংলাদেশ অনেকটাই নীরব দর্শকের ভূমিকায়। দু'চারদিন আগেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, "এই আইনটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমরা প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বিষয়টির ওপর নজর রাখছি।" এদিকে ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মেরুকরণ করতেই লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এই আইন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে দেশের সরকার। দীর্ঘদিন ধরে এই সিএএ কার্যকর করার দাবি ছিল হিন্দুদের একটি শাখা মতুয়া সম্প্রদায়ের। এই মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে গিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তাদের বিপুল সমর্থনও পেয়েছিল। বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন আবার বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "এই নাগরিকত্ব আইন চালু করার প্রভাব পড়বে ভারতের পশ্চিমে আর পূর্বে। তবে আসামে তো এটার বিরুদ্ধে অনেক মানুষের অবস্থান। যে কারণে বিজেপির ভোট কিছুটা কমতে পারে আসামে।" অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ মনে

করছেন, "নির্বাচনের আগে এই আইনের প্রভাব বাংলাদেশে পড়বেই। স্বাভাবিকভাবে বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসলে ভারতে যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের চিন্তা বাড়বে, সেই সাথে বাংলাদেশের সীমান্তেও এর প্রভাব পড়তে পারে", জানাচ্ছেন মি আহমেদ।

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণ

আগামী ১৯শে এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, যা চলবে দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে গত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু নির্বাচনের পরে দেশটিতে সম্ভাব্য সরকার ও নীতি বদলের প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশেও। সে কারণে ভারতের নির্বাচন এগিয়ে এলেই সে দিকে সতর্ক নজর রাখে বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো। বিশ্লেষকরা বলছেন, দুটি দেশের ভোটের সময়ই রাষ্ট্র ক্ষমতায় কোন দল আসছে, সেটা পারস্পরিকভাবে দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সব সময়। তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ থাকলে সেটা ভারতের বিজেপি বা কংগ্রেস, উভয় দলের জন্যই স্বস্তির। বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে, তখন ভারতের ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। ঐতিহ্যগতভাবে মূলত কংগ্রেসের সঙ্গেই আওয়ামী লীগের দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্ক। কিন্তু ২০১৪ সালে বিজেপি ভারতের ক্ষমতায় আসার পরে সেই সরকারেরও জোরালো সমর্থন পেয়েছে আওয়ামী লীগ।" নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় তখন অনেকের ধারণা ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতের নতুন সরকারের সমর্থন এতটা নিরঙ্কুশ হবে না। কিন্তু গত দশ বছরে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কোনও পরিবর্তন আসেনি। উল্টো ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বেশ আগ্রহ দেখায়। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে তখন ভিসা নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পশ্চিমা দেশগুলোর সেই চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে ভারত তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে। পর্যবেক্ষকরা অনেকেই মনে করেন, ভারতের কারণেই শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি অনেকটা নমনীয় অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। যে কারণে শেষ পর্যন্ত ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে জিতে টানা চতুর্থ বারের মতো ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের ধারণা, ভারতের প্রত্যক্ষ মদদেই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ দিনের পর দিন ক্ষমতায় থেকে যেতে পারছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতার অলিন্দে কে থাকবে, তা নির্ধারণে সবচেয়ে বড় নির্ণায়ক শক্তি হয়ে গেছে ভারত। সর্বশেষ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারকে ভারত মৌন ও প্রচ্ছন্ন সমর্থন দেওয়ায় বাংলাদেশের একটা শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভারত বিরোধী মনোভাব আরও প্রবল হয়েছে। যে কারণে ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়াসহ 'ইন্ডিয়া আউট' নামে ভারত বিরোধী একটি প্রচারণাও চলছে বাংলাদেশে। কূটনৈতিক বিশ্লেষক ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলছেন, "মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরই কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে বিজেপির যে নেতিবাচক মনোভাব ছিল তা তারা অনেকটাই সংযত রেখেছিল। তার কারণ ভারতের যে কোনও ক্ষমতাসীন দলের জন্য বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাটা যে সুবিধাজনক, সেটা তারা খুব ভালোভাবেই বোঝে," মন্তব্য করেন মি হোসেন।

তিস্তা চুক্তি ও অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন

অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার একটি দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল ইস্যু। দুদেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদীর পানিবণ্টনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তিস্তাসহ আলোচনায় থাকা ৮টি নদীর পানি ভাগাভাগির ব্যাপারে এখনো কোনো সুরাহা হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের টানা ১৫ বছরের মেয়াদে নানা ইস্যুতে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক অনেক শক্তিশালী হলেও অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে সংকট কিন্তু রয়েই গেছে। যে সব বিষয়ে দুদেশের মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েছে তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল তিস্তা চুক্তি সম্পাদন ও গঙ্গা চুক্তির নবায়ন। গঙ্গা চুক্তির পর আলোচনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগির বিষয়টি। ২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের আমলে তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরোধিতায় তা আর বাস্তবায়ন করা যায়নি। অন্যদিকে, ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানি বণ্টনের জন্য দুই দেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি সই করা হয়। ২০২৬ সালে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এছাড়া অভিন্ন আরও ছয়টি নদীর পানি বণ্টনের প্রস্তাবিত চুক্তি নিয়ে নানা আলোচনা হলেও সেগুলো এখনও সম্পাদিত হয়নি। এদিকে জানুয়ারিতে বাংলাদেশের নির্বাচনের পর সরকার গঠিত হলে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ পরের মাসেই ভারত সফর করেন। দেশে ফিরেই তিনি জানান, ভারতের নির্বাচনের পর দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি এবং গঙ্গা চুক্তির নবায়ন নিয়ে ঢাকা ও দিল্লি একসঙ্গে মিলে কাজ করবে বলে সম্মত হয়েছে। এদিকে বিগত এক দশক ধরে বিজেপি ভারতের ক্ষমতায় থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু একটানা এক যুগেরও বেশি সময় ধরে শাসন করছে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই রাজ্য সরকারের মতামত উপেক্ষা করে ভারতের নতুন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের সাথে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি করবে, এমনটা কিন্তু মনে করছেন না বাংলাদেশের কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বারবার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, রাজ্য

সরকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকার কারণে তিস্তা চুক্তি হচ্ছে না। এখন রাজ্য অন্য সরকারে অন্য কেউ আসলেই যে তারা চুক্তি করার অনুমতি দেবে, এমনটা ভাববার কোনও কারণ নেই।" এখন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যদি বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের তুলনায় ভালো ফল করে এবং ওই রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের ইঙ্গিত দেখা যায়, তাহলেও কি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তিস্তা চুক্তি হবেই? বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব তৌহিদ হোসেন জবাবে বলছেন, "বাস্তবে এর কোনও প্রতিফলন হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ বিজেপির এমন কোনও দায়বদ্ধতা নেই যে বাংলাদেশকে কোনও সুবিধা দিতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশের নিজেদেরই এই সংকটের বিকল্প ভাবতে হবে।"

সীমান্তে হত্যাকাণ্ড

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে প্রতিবেশী ভারত। চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ স্থলসীমান্ত রয়েছে দুই দেশের মধ্যে। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রে'র হিসাব অনুযায়ী শুধু মাত্র ২০২৩ সালেই এই সীমান্তে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হাতে মারা গেছেন ৩০জন বাংলাদেশি নাগরিক। তার আগের বছর, অর্থাৎ ২০২২ সালে সীমান্তে নিহতের সংখ্যা ছিল ২৩ জন। এর মধ্যে ১৬ জনই মারা গিয়েছিলেন বিএসএফের গুলিতে। আর ২০২১ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ১৭। এছাড়াও সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের অপহরণের খবরও মেলে প্রায়ই। আসলে বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের দুই সরকারের মধ্যে সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি হলেও সীমান্তে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় সীমান্ত-হত্যা বন্ধে দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েক দফা আলোচনা হলেও তাতে সীমান্ত পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। সীমান্তে প্রাণহানি বন্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৮ সালের এপ্রিলে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয় দুই দেশের মধ্যে। সেখানে সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনাগুলোতে প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার না করতে সহমতও হয় দুই দেশ। কিন্তু এরপরও সীমান্তে এই সব হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা যায়নি কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন সময়। বিশ্লেষকরা বলছেন, আসলে সীমান্ত হত্যা কমানোর জন্য দুই দেশের আন্তরিক প্রচেষ্টা বা সদিচ্ছা না থাকার কারণেই এটি কমছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ভারত ও চীন তাদের সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে চুক্তি করেছে যে ওই দুই দেশের সীমানার দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোনও অস্ত্র আনা যাবে না, কোনও ফায়ারিং হবে না।" মি. আহমেদ প্রশ্ন তুলছেন, ভারত ও চীন যদি এটা করতে পারে তাহলে বাংলাদেশ-ভারত কেন করতে পারছে না? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ তার ভারত সফর শেষে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকাতে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি জানান, "সীমান্তে হত্যা কমাতে নন-লিথাল ওয়েপন (প্রাণঘাতী নয় এমন) ব্যবহারের বিষয়ে সম্মত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত।" তবে, এর আগেও সীমান্তে প্রাণহানি শূন্যে নামিয়ে আনতে চুক্তি হয়েছে, কিন্তু তা কাগজে-কলমেই আটকে ছিল বলে জানাচ্ছেন বিশ্লেষকরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফরিদ আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "নানা কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কটি অসম। একারণে দ্বিপাক্ষিক এসব ইস্যুতে বাংলাদেশ কখনও জোরালোভাবে ভারতের কাছে কিছু দাবি করতে পারেনা। এটাই মূল কারণ যে সীমান্তের এই সব হত্যাকাণ্ড বন্ধ হচ্ছে না," বলছেন মি আহমেদ।

ট্রানজিট ও বন্দর ব্যবহার

বাংলাদেশে এখন একটানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে বেশ একটা দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। এই সময়কালে দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়-সহ স্থল সীমান্ত চুক্তি, সড়ক পথে ট্রানজিট, চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়াসহ নানা চুক্তি হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। ভারতকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রদানের বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশে নানা তর্ক বিতর্ক ছিল বহুদিন থেকে। ২০১০ সালে তখনকার সরকার সে সময় বিশেষজ্ঞ ও আমলাদের সমন্বয়ে এই বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে ওই কমিটির প্রতিবেদনে ভারতকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। সে সময় ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট ফি বা মাশুল নিয়েও বিতর্ক দেখা দেয়। বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে কেউ কেউ কোনও মাশুল না নেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন। সম্প্রতি ভারতকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতকে সেই সুযোগ দেওয়া হলেও স্থলবন্দর, বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে নেপাল কিংবা ভুটানে পণ্য রফতানি করার জন্য এখনও অনুমতি পায়নি বাংলাদেশ। ভারতকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দেওয়ার বিনিময় বাংলাদেশের প্রাপ্তি কী, তা নিয়ে যথারীতি নানা আলোচনা রয়েছে বাংলাদেশে। বিশ্লেষকরা বলছেন, আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকার ১৫ বছরে বাংলাদেশ-ভারত এই দুই দেশের মধ্যে ট্রানজিট ও বন্দর ব্যবহারসহ যে সব চুক্তি হয়েছে তা অতীতে কখনও হয়নি। তবে ভারতকে 'একতরফাভাবে' অনেক কিছু দেওয়া হলেও তার বিনিময়ে বাংলাদেশ 'তেমন কিছু পায়নি' – এই অভিযোগও আছে। স্বাভাবিকভাবে ভারতে নির্বাচনের আগে প্রশ্ন উঠেছে ভারতে যদি নতুন কোনও সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে বাংলাদেশের স্বার্থ কতখানি পূরণ হবে? এমন প্রশ্নে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক ফরিদ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ভারতে গত দশ বছর ধরে একই সরকার আছে। তারা এই সময় বাংলাদেশের কাছ থেকে যে সব সুবিধা নিয়েছে তার বিনিময়ে বাংলাদেশের প্রাপ্তির খাতা প্রায় শূন্য। নির্বাচনের পর নতুন সরকার বিজেপির না হয়ে অন্য কেউ হলেও এই অসম সম্পর্কের পরিবর্তনের তেমন কোন

সম্ভাবনা নেই," মনে করছেন তিনি। কথিত 'অসম সম্পর্কে'র এই আলাপ থেকেই সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও এক ধরনের বৈরী তিক্ত সম্পর্ক দেখা গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এমন অবস্থায় ভারতের আগামী **নির্বাচন কি এই পরিস্থিতির সমাধানের কোনও পথ দেখাবে?**

দিল্লির সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের গবেষক শাহাদাৎ হোসাইন মনে করেন, দিল্লি যে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে একচেটিয়া সমর্থন করে সেটা প্রমাণিত। তার কথায়, "তবে ভারতে যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসুক, তাতে দিল্লির 'বাংলাদেশ নীতি'তে পরিবর্তনের কিন্তু কোনও সম্ভাবনা নেই।" আগামী ১৯শে এপ্রিল শুরু হয়ে সাত দফায় ভোটগ্রহণ শেষে ভারতের ভোট গণনা হবে জুনের ৪ তারিখ। কিন্তু সে দিন দিল্লির মসনদে নতুন কোনও দল বা জোট আসবে, এমন সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে জুনের পরও সম্ভবত দুটো দেশেই থাকবে ক্ষমতায় থাকা পুরনো দুটো দলই। কিন্তু তারা এখন নতুন কী করে, সে দিকেই থাকবে নজর। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলছেন, "দিল্লি সব সময় চায় বাংলাদেশে তাদের সাথে যে দল সম্পর্ক ভালো রাখবে ও তাদের প্রয়োজন মেটাবে, তারাই ক্ষমতায় থাকুক।" কিন্তু দিল্লির মসনদে বাংলাদেশের পছন্দের কেউ বসুক, বাংলাদেশের এই চাওয়া ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে খুব একটা গুরুত্ব বহন করেনা বলেই বিশ্লেষকদের অনেকের অভিমত। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২০.০৩.২০২৪ রিহাব)

এমভি আব্দুল্লাহর মালিকপক্ষের সাথে যোগাযোগ করল সোমালি জলদস্যুরা

জিম্মি করার আট দিন পর প্রথমবারের মতো এমভি আব্দুল্লাহ'র মালিকপক্ষ কবির গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করেছে সোমালি জলদস্যুরা। বুধবার দুপুরে দস্যুরা তাদের সাথে যোগাযোগ করেছে বলে বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। "দুপুর দুইটার দিকে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। জাহাজ ও নাবিকদের উদ্ধারের ব্যাপারে আমরা আলোচনা শুরু করেছি," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইসলাম। জিম্মি করার পর ২৩ নাবিকসহ জাহাজটি বেশ কয়েকবার হাতবদল করা হয়। এখন যারা যোগাযোগ করছে তারাই অপহরণের মূল হোতা বলে দাবি জাহাজটির মালিকপক্ষের। "শুরুতে যারা অপহরণ করেছিল তারা ছিল মূলত ভাড়াটে। এখন মূল পক্ষের সাথে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে," বলেন মি. ইসলাম। তবে দস্যুদের সাথে আলোচনার কিছু বিষয় প্রকাশ করেনি মালিকপক্ষ। নাবিকদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই গোপনীয়তা বলে জানিয়েছে তারা। গত ১২ই মার্চ ভারত মহাসাগর থেকে ২৩ জন নাবিকসহ এমভি আবদুল্লাহ জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় সোমালি জলদস্যুরা। এরপর থেকেই জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে আসছিলো জাহাজটির মালিকপক্ষ। এ লক্ষ্যে তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তৃতীয় একটি পক্ষের সহায়তাও নিচ্ছিল। মূলত সেই মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমেই দস্যুরা জাহাজের মালিকপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছে বলে জানিয়েছেন মি. ইসলাম। জিম্মিরা কোথায় আছেন? কেমন আছেন? প্রাথমিকভাবে এসব বিষয়েই অপহরণকারীদের সাথে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। তবে দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে দস্যুরা এখনও কিছু জানায়নি। "অপহরণের পর আজকেই প্রথম তাদের সাথে যোগাযোগ হলো। ফলে মুক্তিপণ বা অন্য কোনো দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে তারা কিছু জানায়নি। ধীরে ধীরে হয়তো তারা বিষয়টি তুলবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইসলাম। তবে জানতে চাইলেও জিম্মি নাবিকদের অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানায়নি অপহরণকারীরা। "লোকেশনের ব্যাপারে তারা সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেয়নি। শুধু এতটুকুই বলেছে যে, জিম্মিরা সবাই সুস্থ আছে," মিজানুল ইসলাম। জিম্মি নাবিকদের সাথে কথা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মি. ইসলাম। "খাবার-দাবারের ব্যাপারে তাদের কোনো সমস্যা এখনও হচ্ছে না। তবে মানসিকভাবে সবাই কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইসলাম। খুব শিগগিরই নাবিকদের মুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে জাহাজের মালিকপক্ষ। "তারা যোগাযোগ করায় এখন আলোচনার একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। সমঝোতার মাধ্যমে খুব শিগগিরই নাবিকদের মুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা রাখি," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইসলাম। সোমালি জলদস্যুরা এমন একটি সময়ে এমভি আবদুল্লাহ'র মালিকপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলো, যখন জিম্মি নাবিকদের মুক্ত করতে সোমালি পুলিশ এবং আন্তর্জাতিক নৌবাহিনীর সদস্যদের অভিযান প্রস্তুতির খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতীয় কমান্ডোরা জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে থাকা মাল্টার পতাকাবাহী জাহাজ এমভি রুয়েনে অভিযান চালিয়ে ১৭ ক্রুকে উদ্ধারের পর এমভি আবদুল্লাহতে অভিযানের এই পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে সোমালিয়ার জলদস্যু অধ্যুষিত অঞ্চল পান্টল্যান্ডের পুলিশ কর্মকর্তারা। এর আগে, রোববার এমভি আব্দুল্লাহ ছিনতাইয়ের সাথে অভিযুক্ত দুইজনকে আটকের কথাও জানিয়েছিলো তারা। তবে বাংলাদেশি জাহাজটির মালিকপক্ষও এমন অভিযানের পক্ষে না। "এ ধরনের অভিযান জিম্মি নাবিকদের জীবনের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলেন কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। "কাজেই অভিযান নয়, বরং যে উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরাপদে নাবিকদের মুক্ত করা যাবে, সেভাবেই আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো," বলেন মি. ইসলাম। এক্ষেত্রে মুক্তিপণ চাওয়া হলে, সেটি দিতে প্রস্তুত রয়েছেন বলেও জানিয়েছেন এমভি আবদুল্লাহ'র মালিকপক্ষ। "আগেও আমাদের একটি জাহাজ ছিনতাই হয়েছিল এবং মুক্তিপণ দিয়েই সেটি উদ্ধার করা হয়েছিল। এবারও মুক্তিপণ চাওয়া হবে বলে আমরা ধারণা করছি এবং সেটার জন্য প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে

বলেন মি. ইসলাম। মুক্তিপণ দাবি করার পর জলদস্যুদেরকে শেষমেশ কত টাকা দেওয়া হবে, সেটি নির্ধারিত হবে দর কষাকষির মাধ্যমে। "যারা এখন দু'পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে দিচ্ছে, মধ্যস্থতাকারী সেই প্রতিষ্ঠানটিই দর কষাকষিতে সাহায্য করবে," বলেন মিজানুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালে এমভি জাহান মনি নামে কবির গ্রুপের আরও একটি জাহাজ ছিনতাই করেছিল সোমালি জলদস্যুরা। তখন জাহাজটির ২৫ জন নাবিক এবং প্রধান প্রকৌশলীর স্ত্রীকে জিম্মি করা হয়। দীর্ঘ চেষ্টার পর ১০০ দিনের মাথায় মুক্তিপণ দিয়ে জাহাজসহ তাদেরকে জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করা হয়েছিলো। জিম্মি নাবিকদের পরিবারও এই ধরনের অভিযান না চালানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। চিফ অফিসার আতিকুল্লাহ খানের মা শাহানুর বেগম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা কোনো যুদ্ধ করে সন্তান ফেরত চাই না। এমনিতেই টহলের হেলিকপ্টার দেখার পর থেকে দস্যুরা জিম্মিদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে বলে জানতে পেরেছি। আমরা চাই মুক্তিপণের মাধ্যমে ওদের ফেরত আনা হোক," বলেন মিজ বেগম। সবশেষ যোগাযোগের সময়ও নাবিকরা তাদের পরিবারকে জানিয়েছেন, জলদস্যুরা জাহাজে থাকা খাবার শুধু খাচ্ছেই না, সেগুলো নষ্টও করছে। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই খাদ্য সংকট তৈরি হতে পারে, যা জিম্মি নাবিকদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। জাহাজে জিম্মি ইঞ্জিন ক্যাডেট আইয়ুব খানের সাথে তার বড় ভাই ওমর ফারুকের সর্বশেষ কথা হয় তিনদিন আগে। ওমর ফারুক বিবিসি বাংলাকে জানান, তখন সে জানিয়েছিলো জলদস্যুরা প্রতিদিন প্রায় একশো জনের খাবার নষ্ট করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বড় সংকটে পড়তে হবে তাদের। এমন পরিস্থিতিতেই এমভি আব্দুল্লাহর জিম্মি নাবিকদের মুক্ত করতে আন্তর্জাতিক নৌবাহিনীর অভিযানের প্রস্তুতির কথা শোনা যাচ্ছিলো। তবে নাবিকের প্রাণহানির ঝুঁকি থাকায় পরিবার ও জাহাজের মালিকপক্ষের মতো বাংলাদেশের সরকারও সশস্ত্র অভিযানের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। পরিবারের সাথে যোগাযোগ না থাকলেও জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণের থাকা জাহাজটির সর্বশেষ অবস্থান মনিটর করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনও (বিএমএমওএ) জাহাজটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে। দস্যু বাহিনী জাহাজটিকে নিয়ে কয়েক দফায় ভারত মহাসাগরে স্থান পরিবর্তন করে। জাহাজটির এই গতিপথ ও অবস্থান দেখে বিএমএমওএ জানিয়েছে, জাহাজটি জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার দেড় দিনের মাথায় তারা এটিকে সোমালিয়া উপকূলের কাছাকাছি নিয়ে যায়। জলদস্যুদের কবলে পড়ার পরদিন বুধবার এটি ছিল সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসু উপকূলের কাছাকাছি অবস্থানে। পরবর্তীতে সেটিকে আরো উত্তর দিকে সরিয়ে প্রথমে নেয়া হয় গারদাকে। এরপরই ভারতীয় নৌবাহিনী জাহাজটি ঘিরে নজরদারি বাড়ালে সেটি আবারো সরিয়ে নেয়া হয় গদবজিরান উপকূলে। গত তিনদিন ধরে জাহাজটি একই জায়গায় নোঙ্গর করে আছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। তারা জানাচ্ছে, জাহাজটি গদবজিরান শহর থেকে ৪ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থান করছে। বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এমভি আব্দুল্লাহ যে জায়গায় ছিল গত তিনদিন ধরে সেখানেই আছে।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ:২০.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় জামিন পাননি সহকারী প্রক্টর দ্বীন ইসলাম

ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী ফাইরুজ সাদাফ অবন্তিকার আত্মহত্যা প্ররোচনার মামলায় অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টর দ্বীন ইসলামের জামিন আবেদন বাতিল করেছেন আদালত। বুধবার (২০ মার্চ) দুপুরে দুই পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি শেষে কুমিল্লার ১ নম্বর আমলি আদালতের জ্যেষ্ঠ বিচারক আবু বকর সিদ্দিক এ আদেশ দেন। দ্বীন ইসলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তিনি সহকারী প্রক্টর ছিলেন। তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অবন্তিকার আত্মহত্যা প্ররোচনার মামলার অপর অভিযুক্ত রায়হান সিদ্দিকী আম্মানকে রিমান্ড শেষে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। বুধবার দুপুরে দুই দিনের রিমান্ড শেষে পুলিশ রায়হান সিদ্দিক আম্মানকে আদালতে হাজির করা হলে আদালতের নির্দেশে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, শুক্রবার (১৫ মার্চ) রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী অবন্তিকা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর দীন ইসলাম এবং তাঁর সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকীকে দায়ী করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এ ঘটনায় অবন্তিকার মা তাহমিনা শবনম বাদী হয়ে কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানায় আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগ এনে দ্বীন ইসলাম ও অবন্তিকার সহপাঠী আম্মানের নাম উল্লেখসহ বেশ কয়েকজনকে অজ্ঞাত অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেন। এরপর ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) রবিবার (১৭ মার্চ) অভিযুক্ত দ্বীন ইসলাম ও আম্মানকে গ্রেপ্তার করে। পরে কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানা-পুলিশের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করে ডিএমপি। সোমবার আদালতে হাজির করার পর আম্মানকে দুই দিন ও দ্বীন ইসলামকে এক দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত। রিমান্ড শেষে দ্বীন ইসলামকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। বুধবার তাঁর জামিনের আবেদন করা হয়েছিল।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ এলিনা)

ঈদের ছুটির আগেই বেতন-বোনাস পাবে শ্রমিকেরা : শ্রম প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সরকারি ছুটি শুরু হওয়ার আগেই শ্রমিকদের বোনাস ও মার্চ মাসের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী। সিদ্ধান্তনুযায়ী সরকারি ছুটির সঙ্গে মিল রেখে কারখানা ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি মার্চের বেতন ও বোনাস দেওয়া হবে। বুধবার (২০ মার্চ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আরএমজি সেক্টরসংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (আরএমজি টিসিসি) এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নজরুল ইসলাম প্রতিমন্ত্রী মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, শ্রম অধিদপ্তরে মহাপরিচালক মো. তরিকুল আলম, বিজিএমইএর স্ট্যান্ডিং কমিটি অন আইএলও অ্যান্ড লেবার অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান আ ন ম সাইফুদ্দিন, বিকেএমইএর সহসভাপতি ফজলে শামীম এহসান, জাতীয় শ্রমিক লীগের নির্বাহী সভাপতি মো. আলাউদ্দিন মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নজরুল ইসলাম বলেন, কারখানাগুলো ঈদের আগে কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই বা লে অফ করতে পারবে না। ঈদকে সামনে রেখে পোশাক খাতে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ ঘটবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, পোশাক শ্রমিকদের জন্য রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা কোনো বিশৃঙ্খলা বা ভাঙচুর চাই না। এরই মধ্যে শ্রমিকদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে জানান তিনি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ এলিনা)

জিম্মি জাহাজ আব্দুল্লাহর মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সোমালিয়ার জলদস্যুরা

ভারত মহাসাগরে ২৩ নাবিকসহ বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ জিম্মি করার ৯ দিনের মাথায় জাহাজটির মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সোমালিয়ার জলদস্যুরা। বুধবার (২০ মার্চ) দুপুরে জলদস্যুদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে বলে জানিয়েছেন, এমভি আব্দুল্লাহর মালিকপক্ষ এসআর শিপিং (কবির গ্রুপ)-এর গণমাধ্যম উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। তিনি ইউএনবিকে বলেন, "বুধবার দুপুরে জলদস্যুরা ফোন করেছে। তবে এখনো কোনো কিছু তারা দাবি করেনি। নাবিকদের বিষয়ে এবং জাহাজের সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে মাত্র। এখন আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা আশা করছি একটি সমাধানের পথ বেরিয়েছে। দস্যুরা জানিয়েছে নাবিকেরা সবাই ভালো আছে। তাদের ওপর কোনো নির্যাতন করা হবে না। তারা আবারও যোগাযোগ করবে।" নাবিকদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী বলেন, "যোগাযোগ শুরুর দিকটি ইতিবাচক। মালিকপক্ষ ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠান জলদস্যুদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সমঝোতায় পৌঁছাবে।" উল্লেখ্য, মোজাম্বিক থেকে ৫০ হাজার টন কয়লা নিয়ে দুবাই যাওয়ার পথে ১২ মার্চ এমভি আবদুল্লাহ নামের বাংলাদেশি এই জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নেয় সোমালিয়ার জলদস্যুরা। পরে জাহাজটি তারা সোমালিয়ার একটি উপকূলে নোঙ্গর করে। জিম্মি করার ৯ দিনের মাথায় দস্যুদের পক্ষ থেকে বুধবার প্রথম যোগাযোগ করা হয় বলে মালিকপক্ষ জানায়। এর মধ্য দিয়ে ২৩ নাবিকসহ জাহাজটি মুক্ত হওয়ার আশার আলো দেখা দিয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ এলিনা)

মানব পাচার ও রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে সহযোগিতার আহ্বান পররাষ্ট্রসচিব মোমেনের

মানব পাচার সমস্যা ও রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের ওপর জোর এবং সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার করার 'বালি প্রসেস'–এর সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন। বালি প্রসেসের কো-চেয়ার রাষ্ট্রদূত লিন বেল (অস্ট্রেলিয়া) ও রাষ্ট্রদূত ত্রি থারিয়াতের (ইন্দোনেশিয়া) নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ আহ্বান জানান। মাসুদ বিন মোমেন প্রতিনিধিদলের কাছে মানব পাচারের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং 'জিরো টলারেন্স' নীতি তুলে ধরার পাশাপাশি মানব পাচারের কারণগুলো তুলে ধরে সেগুলো রোধ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা ও বাধার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রুহুল আমিনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে গৃহীত কর্মসূচি ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। মানব পাচার রোধকে জটিল ও চ্যালেঞ্জিং কাজ হিসেবে উল্লেখ করে এই সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও দৃঢ় করার ওপর গুরুত্ব দেন বালি প্রসেসের কো-চেয়ার রাষ্ট্রদূত লিন বেল ও রাষ্ট্রদূত ত্রি থারিয়াত। তাঁরা বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মধ্যে অসহায়ত্ব ও হতাশার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের অনিয়মিত স্থানান্তর বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মাসুদ বিন মোমেন রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে বালি প্রসেসের সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, এই দীর্ঘায়িত সংকট বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাব্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করছে এবং এটি সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈঠকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন এবং বালি প্রসেসের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানব পাচার নিয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি জোরদার করার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ এলিনা)

বিএনপি নেতা আমান উল্লাহ আমানের জামিন

বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতা আমান উল্লাহ আমানকে জামিন দিয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। বুধবার (২০ মার্চ) প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন। তবে বিদেশ যেতে হলে তাঁকে আদালতের অনুমতি নিতে হবে বলে আদেশে বলা হয়েছে। আদালতে আমানের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন। দুদকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। এর আগে ২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দুর্নীতির মামলায় ১৩ বছরের সাজার বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেন আমান উল্লাহ আমান। জামিন আবেদনের পাশাপাশি খালাস চেয়েছেন তিনি। আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় তাঁর আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন এ আপিল দায়ের করেন। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ৬ মার্চ অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের বিবরণীতে তথ্য গোপনের অভিযোগে রাজধানীর কাফরুল থানায় আমান দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। ওই বছরের ২১ জুন আমান উল্লাহ আমানকে ১৩ বছর এবং তাঁর স্ত্রী সাবেরাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন বিশেষ জজ আদালত–১। এরপর ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন তাঁরা। ২০১০ সালের ১৬ অগাস্ট হাইকোর্ট তাদের খালাস দেন। পরে হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করে দুদক। আপিল বিভাগ ২০১৪ সালের ২৬ মে হাইকোর্টের রায় বাতিল করে আপিলটি পুনঃশুনানির নির্দেশ দেন। ২০২৩ সালের ৩০ মে হাইকোর্টের একই বেঞ্চ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আমান উল্লাহ আমানের ১৩ বছর ও তাঁর স্ত্রী সাবেরা আমানের ৩ বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখে আদেশ দেন। এ ছাড়া, এ রায়ের অনুলিপি বিচারিক আদালতের গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে আমানউল্লাহ আমান ও সাবেরা আমানকে সংশ্লিষ্ট আদালতে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। একই বছর ৭ আগস্ট পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকার বিশেষ জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন আমান উল্লাহ আমান। আত্মসমর্পণের পর তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিশেষ জজ আদালত–১। তখন থেকে তিনি কারাগারে ছিলেন।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ এলিনা)

গাজীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ১৪

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বুধবার (২০ মার্চ) অগ্নিদগ্ধ আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন বুধবার ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ জনে। বুধবার মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম কমলা খাতুন (৬৫)। ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. তরিকুল ইসলাম বলেন, “কমলা খাতুন শরীরের ৮০ শতাংশ দগ্ধ হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।” তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় সোলাইমান মোল্লা, মনসুর আলী, শিশু তায়েবা, আরিফুল ইসলাম, মহিদুল, নার্গিস খাতুন, জহিরুল ইসলাম, মোতালেব, মো. সোলায়মান, রাব্বি, তাওহীদ, ইয়াসিন ও মশিউরসহ এ পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন ৮–১০ জনের অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, ১৩ মার্চ (বুধবার) সন্ধ্যায় কালিয়াকৈরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নারী ও শিশুসহ অন্তত ৩৫ জন দগ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে ৩৪ জনকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছিল। স্থানীয়রা জানান, সন্ধ্যা ৬টার দিকে কালিয়াকৈরের মৌচাকের তেলিরচালা এলাকার একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগে। বাড়ির লোকজন সেটি রাস্তায় ফেলে দিলে বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় আশপাশে থাকা নারী, পুরুষ ও শিশুদের শরীরে আগুন লেগে যায়।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ এলিনা)

আরও ৬ মাস বাড়ানো হয়েছে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ : আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ানোর বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী আনিসুল হক। বুধবার (২০ মার্চ) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। তিনি জানান, এ সংক্রান্ত আবেদনে মুক্তির মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ানোর বিষয়ে মত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। মতামত দিয়ে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো হচ্ছে। এ নিয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ নির্বাহী আদেশে আটবারের মতো বাড়ানো হচ্ছে। আনিসুল হক বলেন, “২০২০ সালের ২৫ মার্চ খালেদা জিয়ার ভাইয়ের যে আবেদন ছিল ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা মতে, তার সাজা স্থগিত রেখে যে দুইটি শর্তে (বিদেশে যাওয়া যাবে না এবং দেশে চিকিৎসা নিতে হবে) মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সেটা সাতবার বাড়ানো হয়েছে। বুধবার একই শর্তে সাজা স্থগিত রেখে মুক্তির আদেশ আরও ছয় মাসের জন্য বাড়ানো হচ্ছে। আমি এ মতামত দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এখনই ফাইল পাঠিয়ে দিচ্ছি।” বেগম খালেদা জিয়ার পরিবারের আবেদনে ছিল তাঁর স্থায়ী মুক্তি ও বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা—এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, “আমি এ ব্যাপারে দুই দিন আগেও আপনাদের বলেছি। যেহেতু ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় যে আবেদন ছিল সেটি নিষ্পত্তি হয়েছে। এখন সেই আবেদনের ওপরে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ নেই, শুধু মেয়াদ বাড়ানো ছাড়া। ঠিক সেই কারণে আমি মেয়াদ বাড়ানোর কথা বলে সুপারিশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠাচ্ছি।” মানবিক কারণে তাঁকে বিদেশে পাঠানো যাবে কি না—জানতে চাইলে আনিসুল হক বলেন, “না, যাই করতে হবে আইনের মাধ্যমে করতে হবে। যে আইনে তাঁকে বের করা হয়েছে, সেই আইনে এ (বিদেশে পাঠানো) সুযোগ নেই।”

খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়াতে তাঁর ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার ৬ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। আবেদনে তাঁকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। পরে সে আবেদনের বিষয়ে মতামত নিতে সেটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ ছয় মাস বাড়ানো হয়েছিল। সেই মেয়াদ ২৫ মার্চ শেষ হবে। উল্লেখ্য, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির দুই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাবন্দি হন। দুই বছরের বেশি সময় কারাবন্দি ছিলেন তিনি। ২০২০ সালের মার্চে করোনা মহামারি শুরু হলে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী আদেশে দণ্ড স্থগিত করে কারাবন্দি খালেদা জিয়াকে সরকার শর্তসাপেক্ষে ছয় মাসের জন্য মুক্তি দেয়। এরপর ছয় মাস পরপর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছে সরকার। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ এলিনা)

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে মারামারির ঘটনায় নাহিদসহ ৪ জনের আগাম জামিন

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের ভোট গণনা নিয়ে মারামারির ঘটনায় মামলার প্রধান অভিযুক্ত আইনজীবী নাহিদ সুলতানা যুথীসহ চার আইনজীবীর আগাম জামিন দিয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। বুধবার (২০ মার্চ) বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শেখ আওসাফুর রহমান বুলু আদালতে জামিন আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন। জামিন পাওয়া অপর তিন অভিযুক্ত হলেন—আইনজীবী শাকিলা রৌশন, ব্যারিস্টার চৌধুরী মৌসুমী ফাতেমা ও মারামারি ঘটনার প্রেক্ষাপটে বরখাস্ত সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জাকির হোসেন। ১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় তাদের জামিনের আবেদন দায়ের করা হয়। এর আগে ১৮ মার্চ (সোমবার) বিচারপতি মো. সেলিমের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চের বিচারপতি নাহিদ সুলতানা যুথীর জামিন আবেদন শুনতে বিব্রতবোধ করেন। পরে বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে গেলে তিনি বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চে বিষয়টি শুনানির জন্য নির্ধারণ করে দেন। উল্লেখ্য, এবারের সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হয় ৬ ও ৭ মার্চ। ভোট গণনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে হট্টগোল ও মারধরের ঘটনা ঘটে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হয়। ৭ মার্চ (বৃহস্পতিবার) রাতেই ভোট গণনার পক্ষে সোচ্চার হন সম্পাদক প্রার্থী নাহিদ সুলতানা যুথী। তবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সম্পাদক প্রার্থী শাহ মনজুরুল হক ৮ মার্চ (শুক্রবার) বেলা ৩টায় 'দিনের আলোতে' ভোট গণনা চাচ্ছিলেন। এ বিষয় নিয়েই একপর্যায়ে দুই পক্ষের সমর্থকদের মাঝে হট্টগোল শুরু হয়। শুক্রবার ভোরে মারামারির ঘটনাও ঘটে। যেখানে একজন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলকে আক্রমণ করার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। যেটি 'বহিরাগতের হামলা' হয়েছে বলে দাবি করা হয়। পরে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সাইফুর রহমান চৌধুরী সাইফ তাঁকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ এনে ৮ মার্চ (শুক্রবার) রাতে মামলা করেন। যেখানে এই নির্বাচনের স্বতন্ত্র সম্পাদক প্রার্থী অ্যাডভোকেট নাহিদ সুলতানা যুথি এবং বিএনপি অনুসারী প্যানেলের সম্পাদক প্রার্থী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলসহ ২০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। শুক্রবার রাতেই এই মামলার অভিযুক্ত বিএনপি অনুসারী ব্যারিস্টার ওসমান চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আর নাহিদ সুলতানা যুথীর বাসায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে আটক করে। এরপর ৯ মার্চ (শনিবার) সন্ধ্যায় বিএনপি অনুসারী সম্পাদক প্রার্থী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। পরে তাঁর ৪ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন ঢাকার একটি আদালত। শাহবাগ থানায় করা মামলায় নাহিদ সুলতানা যুথী প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন। এদিকে, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ঘটনাবহুল নির্বাচনে কার্যনির্বাহী কমিটির ১৪টি পদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ (সাদা প্যানেল) থেকে ১০ জন নির্বাচিত হন। সম্পাদক পদসহ এই প্যানেলের নির্বাচিতরা হলেন- সম্পাদক শাহ মঞ্জুরুল হক, সহ-সভাপতি রমজান আলী শিকদার ও দেওয়ান মো. আবু ওবাঈদ হোসেন সেতু, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদা আনসারী, সহ-সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবির ও মোহাম্মদ হুমায়ন কবির এবং সদস্য পদে মো. বেলাল হোসেন, মো. রায়হান রনি, রাশেদুল হক খোকন ও খালেদ মোশাররফ। অন্যদিকে, বিএনপি অনুসারী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য প্যানেল (নীল প্যানেল) থেকে সভাপতিসহ ৪টি পদে নির্বাচিত হন। নির্বাচিতরা হলেন- সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন ও সদস্য পদে সৈয়দ ফজলে এলাহী অভি, শফিকুল ইসলাম ও ফাতিমা আক্তার। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়ছে

বাংলাদেশে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়ছে। সরকারের নির্বাহী আদেশে আগের মতো দুই শর্তে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের বিষয়ে মতামত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। এখন পরবর্তী প্রক্রিয়া শেষ করে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দুই শর্ত হলো খালেদা জিয়া বিদেশে যেতে

পারবেন না এবং ঢাকায় থেকে চিকিৎসা করাতে হবে। বুধবার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। এর আগে, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সোমবার বলেছিলেন, 'আবেদনে তারা আগের মতোই খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তি চেয়েছেন। স্থায়ী মুক্তি মানে বুঝলাম না। তাকে বিদেশে পাঠানোর অনুমতি চাওয়া হচ্ছে? আজ ফাইল হাতে পেয়েছি। তারা কী অনুরোধ করেছে, তা যাচাই-বাছাই করে শিগগিরই আমি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। আগামীকালের মধ্যে তা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তিনি আরো বলেছেন, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে বলে আমি আইনে বহুবার ব্যাখ্যা করেছি। এর বাইরে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু তারপরও প্রতিবারই দেখছি তারা প্রথমে যেভাবে আবেদন করেছিল সেভাবেই আবেদন করছে। (রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ আসাদ)

জিম্মি জাহাজের মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করল সোমালিয়ার জলদস্যুরা

২৩ জন নাবিকসহ বাংলাদেশি জাহাজ জিম্মি করার ৯ দিনের মাথায় সোমালিয়ার জলদস্যুরা মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। জলদস্যুরা আজ বুধবার যোগাযোগ করে বলে জাহাজের মালিকপক্ষ প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছে। জাহাজের মালিকপক্ষ কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম আজ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, জলদস্যুরা যোগাযোগ শুরু করেছে। এখন আলোচনার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধারণা, যোগাযোগ শুরু হওয়ায় এখন জলদস্যুরা মুক্তিপণ দাবি করতে পারে। দর-কষাকষি করে সমঝোতায় পৌঁছালে জাহাজসহ নাবিকদের মুক্তি মিলতে পারে। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে নাবিকদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, যোগাযোগ শুরুর দিকটি ইতিবাচক। মালিকপক্ষ ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠান জলদস্যুদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সমঝোতায় পৌঁছাবে বলে তিনি আশা করছেন। অবশ্য জলদস্যুদের যোগাযোগের আগেই মালিকপক্ষ সমঝোতার নানা প্রক্রিয়ার কাজ গুছিয়ে এনেছিল বলে সূত্র জানায়। ১২ মার্চ সোমালিয়া উপকূল থেকে ৬০০ নটিক্যাল মাইল দূরে ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ ছিনতাই করে জলদস্যুরা। তিন দিনের মাথায় নাবিকসহ জিম্মি জাহাজটি সোমালিয়ার উপকূলে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই দফা স্থান পরিবর্তন করে জাহাজটি গত শুক্রবার সোমালিয়ার গদভজিরান উপকূলের কাছে নোঙর করে রাখে জলদস্যুরা। প্রায় ১৩ বছর আগে একই কোম্পানির জাহাজ এমভি জাহান মণি ছিনতাই করেছিল দস্যুরা। সেবার জলদস্যুদের সঙ্গে সমঝোতা করে জাহাজসহ নাবিকদের ফিরিয়ে আনতে ১০০ দিন লেগেছিল। এবার অবশ্য এত দিন সময় না–ও লাগতে পারে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। কারণ, হিসেবে তাঁরা বলছেন, আগেরবার বাংলাদেশের কোনো জাহাজ প্রথম ছিনতাই হয়েছিল। ফলে জলদস্যুদের সঙ্গে যোগাযোগ, দর-কষাকষির মতো বিষয়গুলো মালিকপক্ষসহ সবার জন্য নতুন ছিল। এতে সময় লেগেছিল অনেক। তবে এবার আগের অভিজ্ঞতা পুঁজি করে জাহাজ ছিনতাই হওয়ার পর মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে কাজ প্রায় গুছিয়ে নিয়ে আসে মালিকপক্ষ।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২০৩০ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ আসাদ)

এনএইচকে

২০২৩ সালে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা রেকর্ড সর্বোচ্চ

জাতিসংঘের আবহাওয়া সংস্থা বলেছে যে ২০২৩ সালে বিশ্ব গড় তাপমাত্রা হিসাব রাখা শুরুর পর থেকে সর্বোচ্চ ছিল। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বা ডব্লিউএমও মঙ্গলবার ২০২৩ সালে বৈশ্বিক জলবায়ু বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয় যে ২০২৩ সালে পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি তাপমাত্রার বিশ্বব্যাপী গড় ছিল প্রাক-শিল্প যুগের থেকে প্রায় ১.৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। ১৭৪ বছরের পর্যবেক্ষণ রেকর্ডের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে উষ্ণতম বছর। ডব্লিউএমও একইসাথে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে, ২০২৩ সালে ৯০ শতাংশেরও বেশি সমুদ্রকে "সামুদ্রিক তাপপ্রবাহ" পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। উষ্ণ তাপমাত্রা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র এবং প্রবাল প্রাচীরের উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে তারা জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিক সাগরের বরফ সংকুচিত হয়েছে। স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে রেকর্ড পরিমাণ কম বরফ জমতে দেখা যায় অ্যান্টার্কটিক সাগরে। প্যারিস চুক্তির অধীনে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্প যুগের পর্যায়ের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশিতে সীমিত রাখার জন্য বিভিন্ন দেশ একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বন্যা এবং অত্যন্ত গরমের মতো চরম আবহাওয়া বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিরাট এক প্রভাব ফেলেছিল উল্লেখ করে লক্ষ্য অর্জনে অর্থায়নের ঘাটতির বিষয়টি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

ভিডিওটা আসলে বিজ্ঞাপনি প্রচার

ক্রিকেটার তামিম ইকবাল ও মেহেদী হাসান মিরাজের কথিত ভাইরাল অডিও রেকর্ডটি একটি বিজ্ঞাপনের অংশ ছিল। আজ নিজের ফেসবুক পেজে লাইভে এসে তা খোলাসা করেন তামিম। সাথে ছিলেন মিরাজ, মুশফিক ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। মুশফিককে নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল ও মেহেদী হাসান মিরাজের একটি কথোপকথনের অডিও রেকর্ড মঙ্গলবার সংবাদ আকারে প্রকাশ করেছিল একটি টেলিভিশন চ্যানেল। 'তামিমের চাঞ্চল্যকর ফোন রেকর্ড ফাঁস!-' এমন শিরোনামে তারা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। কথিত অডিও রেকর্ডটিতে মিরাজকে ফোন দিয়ে তামিম জানান মুশফিক তাকে না জানিয়ে নতুন দল করছে। এ নিয়ে মুশফিকের সমালোচনা করেন তিনি। এক পর্যায়ে তামিম মিরাজকে বলেন, ''যখন তোদের সাথে খেলতাম, ক্যাপ্টেন থাকলে তো আর এরকম তোরা করতে পারতি না। এখন আমার দাম নাই। দাম কমে যাচ্ছে দেখে তোরা এই সব করতেসস।'' অডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই ভাইরাল হয়। পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক চলতে থাকে। বুধবার তামিম নিজের ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ''গতকাল থেকে একটা ফোনকল নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। আজ সন্ধ্যা ৭টায় লাইভে আসছি।'' আজ স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায় করা লাইভে তামিম শুরুতে মিরাজকে যুক্ত করেন। তারপর একে একে যোগ দেন রিয়াদ, মুশফিক এবং একটি মোবাইল সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সেখানে তারা এই অডিও রেকর্ড ঐ প্রতিষ্ঠানের একটি বিজ্ঞপনি প্রচারের অংশ বলে জানান। লাইভে তামিম মজা করে বলেন, বিজ্ঞাপনের এমন আইডিয়া প্রতিষ্ঠানটির ঐ কর্মকর্তার হলেও এজন্য তিনি সামাজিক মাধ্যমে প্রচুর গালি খাচ্ছেন। লাইভের শেষে তামিম দর্শকদের বলেন, ''আশা করি আমার ঐ রেকর্ডিংটা কেন করা হয়েছিল এটা আপনারা ক্লিয়ার। এখানে কোনো ঝগড়াঝাটি হয় নাই, আমরা সবাই এক। সবসময় এক থাকবো।'' এই লাইভের কমেন্টে তামিমসহ ক্রিকেটারদের অনেকে শুভেচ্ছা জানালেও বিজ্ঞাপনটির ধরন নিয়ে সমালোচনাও করেছেন কেউ কেউ। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২০.০৩.২০২৪ রিহাব)

তনু হত্যা : আট বছর পরও চলছে 'প্রকাশ্য ও গোপন' তদন্ত

কুমিল্লার সোহাগী জাহান তনু হত্যার আট বছর পর তার বাবা ইয়ার হোসেন সন্তান হত্যার বিচার প্রাপ্তির আশা প্রায় ছেড়ে দেয়ার অবস্থায়। কারণ তদন্ত কর্মকর্তার মুখে এখনো সেই কথা, ''আমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে তদন্ত অব্যাহত রেখেছি।" তনু হত্যার সময় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। আজ তিনি বললেন, "শুরুতেই এই মামলার সব আলামত নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এই মামলার কোনো বিচার হবে বলে আমি মনে করি না।" ২০১৬ সালের ২০ মার্চ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী তনুর মরদেহ কুমিল্লা সেনানিবাসের জঙ্গলে পাওয়া যায়। তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ। তনু সেনানিবাসের ভিতরে একটি বাসায় ওই দিন সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়াতে গিয়েছিলেন। রাতে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তনু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় তখন সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তনুর বাবা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস সহায়ক ইয়ার হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। এই মামলাটি প্রথমে থানা পুলিশ, তারপর ডিবি ও সিআইডি তদন্ত করে। গত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে মামলাটির তদন্ত করছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

তনুর মরদেহের দুই দফা ময়না তদন্ত করা হয়। কিন্তু ফরেনসিক রিপোর্টে হত্যার কোনো সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ২০১৭ সালের মে মাসে সিআইডি তনুর জামা-কাপড় থেকে নেয়া নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করে তিন জন পুরুষের শুক্রাণু পায়। ঢাকা সেনানিবাসে গিয়ে সন্দেহভাজন তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করে সিআইডি। কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ওই শুক্রাণুর সঙ্গে কারো ডিএনএ মেলানো হয়েছে কিনা, মিলেছে কিনা তা-ও কখনো প্রকাশ করা হয়নি। এরপর ২০২০ সালের নভেম্বরে মামলাটির দায়িত্ব দেয়া হয় পিবিআইকে। তনুর বাবা ইয়ার হোসেন বলেন, "আমি সার্জেন্ট জাহিদের নাম শুরুতেই বলেছি। তার বাসায় আমার মেয়ে পড়াতে গিয়েছিল। এরপর তার লাশ পাওয়া গেল। সার্জেন্ট জাহিদকে আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হলো না। তাকে ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কারা জড়িত সব জানা যেতো।" তার কথা, "মামলাটি ফেলে রাখা হয়েছে। এটার কোনো আসলে তদন্ত হচ্ছে না। আট বছরে কাউকে চিহ্নিত করা হলো না, গ্রেপ্তার করা হলো না। শুধু মামলার তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন করা করা হয়েছে। এখন পিবিআই তদন্তের নামে হয়রানি করছে।" তিনি বলেন, "পিবিআই এখন নতুন করে আমার কাছে সাক্ষী চায়। আমি সাক্ষী দেবো কোথা থেকে? আমি নিজেই তো সাক্ষী। আমি আমার মেয়ের লাশ তুলেছি ক্যান্টনমেন্টের ভিতর থেকে। আমাকে কি এখন বলতে হবে যে বাইরে লাশ পেয়েছি? পিবিআই আমাদের কুমিল্লা অফিসে নিয়ে বসিয়ে রাখে, তদন্ত কর্মকর্তা আসেনা। সবাইকে আবার নতুন করে ডাকে। কত আর সাক্ষী নেবে! আসামি কই? আমি আর বিচারের আশা করি না। যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে পারি তাহলে তার কাছে বিচারের সর্বশেষ আবেদন জানাবো," বলেন তিনি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআই পরিদর্শক মজিবুল হক বলেন, "এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করার কাজ এখনো চলছে। এখনো কাউকে চিহ্নিত বা গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমরা এখনো সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করছি। এ পর্যন্ত ২৫ জন সাক্ষীর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি।" তনুর পরিবারের সদস্যদের হয়রানির অভিযোগের জবাবে তিনি

বলেন," মামলাটি আগে যারা তদন্ত করেছে, তারা যে সাক্ষ্য নিয়েছে সেগুলো আমাদের আবার দেখতে হচ্ছে। আবার অনেককে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হচ্ছে। আর আমরা তো সব কিছু তনুর পরিবারকে জানাবো না। জানানো ঠিক না। আমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে তদন্ত অব্যাহত রেখেছি।"

তনু হত্যার সময় মানবাধিকার কমিশনের তখনকার প্রধান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান কুমিল্লায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন। তনুর বাসায় গিয়ে তারা মা-বাবাসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। তিনি বলেন, "হত্যাকাণ্ডের পর আলামত নষ্ট করে ফেলা হয়, যেখানে লাশ পাওয়া যায় সেখানকার মাটি তুলে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ফলে এই মামলার তদন্ত শেষ হবে না, বিচারও হবে না। আমি যখন কুমিল্লায় গিয়ে তনুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘটনার পর কথা বলি তখন কোনো সাংবাদিককে সেখানে যেতে দেয়া হয়নি। চারপাশ ঘিরে রাখা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডটি ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে হওয়ায় শুরু থেকেই মামলা নিয়ে অস্বাভাবিক সব কাজ করা হয়। নয়তো এই মামলার আসামিদের শনাক্ত এবং গ্রেপ্তার করা খুবই সহজ ছিল।" তার কথা, "শুরু থেকেই এই মামলাটির তদন্ত স্বাধীনভাবে করতে দেয়া হয়নি। এখনো স্বাধীনভাবে তদন্ত হচ্ছে না।" মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মজিবুল হক অবশ্য বলেন, "আমরা যে আলামত আগের তদন্ত সংস্থার কাছ থেকে পেয়েছি তা আমাদের সংরক্ষণে আছে।"

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং অপরাধে প্রচলিত আইনের পাশপাশি আলাদা আইন আছে- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। হত্যা, ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন তো আছেই। তারপরও কেন বিচার হচ্ছে না? এর জবাবে ড. মিজানুর রহমান বলেন, "আইনকে হতে হয় জীবন্ত। আইন প্রয়োগ না হলে, আইনে বিচার না হলে সেই আইন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। আমরা দেখছি নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার তেমন হয় না। এর কারণ হতে পারে কোনো গোষ্ঠীর কারণে আইন সঠিক পথে চলছে না।" সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান বলেন, "আমাদের আবেদনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০২২ সালে তনু হত্যার তদন্ত দ্রুত শেষ করে রিপোর্ট প্রকাশ করতে বলেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে। কিন্তু মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত কোনো জবাবই দেয়নি। ফলে এই মামলটি নিয়ে অনীহার জায়গা বোঝা যায়।" তার কথা, "পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর এটা স্পষ্ট যে হত্যা ও ধর্ষণের মতো ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন তার তদন্ত এবং বিচার দেশের প্রচলিত আইনেই প্রকাশ্যে হতে হবে।" তিনি বলেন, "সাগর-রুনি হত্যারও তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই। তনু হত্যারও একই অবস্থা। তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এত আইন থেকে কী লাভ? আসলে আইনকে স্বাধীনভাবে চলতে না দিলে এই পরিস্থিতি হয়। আইন থাকে, কিন্তু বিচার হয় না।" তনু ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের দাবিতে কুমিল্লায় যারা মাঠে ছিলেন, তাদের একজন কুমিল্লার সম্মিলিত নারী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফাহমিদা জেবিন বলেন," আসলে এই মামলাটির বিচার হওয়ার আমি কোনো আশা দেখছি না। তদন্তের নামে সময় কাটিয়ে মামলাটিকে ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে। এর পিছনে বড় কারণ হলো ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় তার লাশ পাওয়া গেছে।" তিনি মনে করেন, "শুধু এই ঘটনা নয়, নারীরা আরো অনেক ঘটনায় বিচার পান না। এখানকার বিচার ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। আর পদে পদে নারীদের মামলাগুলো কৌশলে দুর্বল করা হয়।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২০.০৩.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

চলতি মাসে নথিবিহীন ২৫৩০ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া

চলতি মাসে কার্যকর করা অভিবাসী প্রত্যাবাসন কর্মসূচির আওতায় নথিবিহীন ২৫৩০ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। গত পহেলা মার্চ দেশটির অভিবাসন প্রত্যাবাসন কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। বুধবার মালয়েশিয়া অভিবাসন বিভাগের বরাদ দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রায়াত্ব সংস্থা বার্নামার এক প্রতিবেদনে তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে এই কর্মসূচির আওতায় গত ২০ দিন ১১ হাজার ৯৪৩ জন অবৈধ অভিবাসীকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশে আছে ২৫৩০ জন। মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক রুসলিন জুসোস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন মঙ্গলবার পর্যন্ত মোট ১৬ হাজার ৮২৪ জন নথিবিহীন অভিবাসী নিজ নিজ দেশে দূতাবাসের মাধ্যমে এই কর্মসূচিতে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। নিবন্ধনকৃতদের মধ্যে ১২ হাজার ৪৭৫ জন পুরুষ ৩৭২৮ জন নারী ৩১০ জন তরুণ এবং ২৯১ জন তরুণী রয়েছে। দেশটির এই কর্মকর্তা বলেন কর্মসূচিতে অবৈধ অভিবাসীদের সর্বোচ্চ সংখ্যক নিবন্ধনে রেকর্ড করেছেন ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকতা। ৭৭৮২ জন ইন্দোনেশীয় দেশে ফেরত যাওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন।

(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ফোনআলাপ নিয়ে হৈ চৈ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারের ফোন আলাপ নিয়ে হঠাৎই হৈচৈ পড়ে যায়। তামিম ইকবাল ও মেহেদী হাসান মিরাজের সেই ফোনআলাপ প্রচারিত হয় দেশের একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে। এরপর থেকে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। তবে ওই কল রেকর্ডের নেপথ্যে ঘটনা কী তা খোলাসা করতে আজ সন্ধ্যায় ফেসবুক লাইভে আসেন তামিম। এ সময় তার সঙ্গে আরও যুক্ত ছিলেন মুশফিকুর রহিম, মেহেদী হাসান মিরাজ এবং সর্বশেষ যুক্ত হন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং নগদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর এ মিশুক। মূলত

মোবাইল আর্থিক লেনদেনের প্রতিষ্ঠান নগদের প্রচারকে কেন্দ্র করেই মিরাজের সঙ্গে তামিমের ফোন আলাপ ফাঁসের ঘটনা মঞ্চায়ন। লাইভে তামিম জানান ঈদ উপলক্ষ্যে নগদের একটি ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে যেখানে ২৪ জন গ্রাহককে জমি উপহার দেয়া হবে। এই ক্যাম্পেইনের জয়ের জন্য দুইজন বা তিনজন করে দল গঠন করে লেনদেন করতে হবে। যেই দলে মুশফিককে রেখেছিলেন তামিম তবে মুশফিক বের হয়ে গেছেন। মূলত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের ফোন আলাপ যা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এরপরে শুরু হয় নানা বিতর্ক। অনেক ভক্তরাই ভেবে নেন হয়ত বা বিপিএলে তামিমের দল ছেড়ে অন্য দল গঠন করছে মুশফিক। কিন্তু পুরো বিষয়টি ছিল নগদের প্রচার যা একদিন পরে খোলসা করলেন এই ক্রিকেটাররা। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

এমভি আব্দুল্লাহর ক্যাপ্টেন ও এক জলদস্যুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কথা জানিয়েছে সরকার

সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে জিম্মি হওয়া বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহর ক্যাপ্টেন ও এক জলদস্যুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কথা জানিয়েছে সরকার। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমান্ডার মোঃ মাকসুদ আলম বুধবার বলেছেন জিম্মি জাহাজের ক্যাপ্টেন মোঃ আব্দুর রশিদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। পাশাপাশি জাহাজে থাকা জলদস্যুদের এক সদস্যের সঙ্গেও প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ হয়েছে। তিনি বলেন, জলদস্যুদের একজন সহ জাহাজে থাকা ক্যাপ্টেনকে দেশে যোগাযোগ করার অনুমতি দিয়েছে। জলদস্যুরা নাবিকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেনি। এমনকি জাহাজে খাবার যথেষ্ট রয়েছে বলেও নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে জাহাজের মালিক পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এমভি আব্দুল্লাহর নাবিকদের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ হলেও এখনো জলদস্যুদের সাথে কোন যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। গত ১২ই মার্চ মোজাম্বিক থেকে ৫৫ হাজার মেট্রিক টন কয়লা বোঝাই করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয় চট্টগ্রাম ভিত্তিক ব্যবসায়ী কবির গ্রুপের জাহাজটি। পথে ভারত মহাসাগরের সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবলে পড়ে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

এক ওগারোর কুশীলবরা এখনো ঘাপটি মেরে আছে সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ বলেছেন, এক এগারোর কুশীলবরা এখনো ঘাপটি মেরে আছে সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে তাই তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমানের ১১ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণ সভায় যোগ দিয়ে তিনি এ কথা জানান। এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফলেই তখন খালেদা জিয়া মুক্ত হয়েছিলেন। সেই এক এগারোর কুশীলবরা নির্বাচনের আগে সক্রিয় হয়েছিল কিন্তু শেখ হাসিনার দূরদর্শিতায় বিএনপি জামায়াতের মতো তাদেরও স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

নিজের গায়ের চাদর ছুড়ে ফেলে দিয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনের সংহতি প্রকাশ করেছেন রিজিভী

রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নিজের গায়ে জড়ানো ভারতীয় চাদর ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ভারতীয় পণ্য বর্জনের সংহতি প্রকাশ করতেই বুধবার দুপুরে অভিনব এই কাণ্ড ঘটান তিনি। এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করল বিএনপি। রুহুল কবির রিজভী বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সব জায়গায় এখন ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইনের উত্তাল। ভারতীয় পণ্য বর্জন করে জনগণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে ঢেউ দৃশ্যমান তাতে মনে হয় যে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

শ্রমিকরা যেন কোনো অসন্তুষ্টিতে না থাকে সে ব্যাপারে একমত হয়েছে মালিক শ্রমিক নেতারা

ঈদকে সামনে রেখে শ্রমিকদের যাতে কোন সমস্যা না হয় এবং শ্রমিকরা যেন কোনো অসন্তুষ্টিতে না থাকে সে ব্যাপারে একমত হয়েছে মালিক শ্রমিক নেতারা। বুধবার সচিবালয়ে তিন পক্ষের বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, ঈদের ছুটির আগে শ্রমিকদের বেতন বোনাস দিতে হবে। এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন শিল্প মালিকরা। সেই সাথে ঈদের আগে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না বলেও তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নজরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন পোশাক শ্রমিকদের জন্য রেশনের ব্যবস্থাও করা হোক।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে জামানতের পরিমাণ বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা করা হয়েছে

উপজেলা পরিষদ পদে নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে জামানতের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা সংশোধন করে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ইসি। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে আরও জানানো হয় ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামানত ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। বিধিমালা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচন পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে ভোটারদের সই সহ তালিকা জমা দেয়ার বিধান বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন ও আচরণ বিধিমালায় কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের ব্রেকিং শেষে এসব সংশোধনী প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়ছেঃ আইনমন্ত্রী

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ ৬ মাস বাড়ছে। তবে চিকিৎসার জন্য তার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্ন জবাবে তিনি এ কথা জানান। আইনমন্ত্রী বলেন যেহেতু ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় উপধারা (১)এ যে আবেদন ছিল সেটা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এরপর সেই আবেদনের পরে আর কোন পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ নেই শুধু মেয়াদ বাড়ানো ছাড়া। ঠিক সে কারণেই আমি মেয়াদ বাড়ানোর সুপারিশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছি। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ আসাদ)

খুলে দেয়া হয়েছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এফডিসি অংশের র‍্যাম্প

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের এফডিসি অংশের ডাউন র‍্যাম্প চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। বুধবার সকালে কাওরান বাজারে এফডিসির সামনে র‍্যাম্পটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন সড়ক পরিবহনও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বিমানবন্দর বনানিসহ বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে উঠে এই র‍্যাম্প দিয়ে নেমে যাওয়া যাবে কাওরানবাজার, হাতিরঝিল, মগবাজার মিন্টু রোড সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এফডিসি অংশের র‍্যাম্প উন্মুক্তকরণ অনুষ্ঠানে সেতুমন্ত্রী বলেছেন এটা নগরবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদ উপহার। তিনি আরো জানান ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচলের সর্বোচ্চ গতিসীমা ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার। এর চেয়ে বেশি গতিতে যানবাহন চালানো যাবে না। এক্সপ্রেস ওয়ে তে থ্রি হুইলার, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল এবং পথচারী চলাচল করতে পারবেনা। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ আসাদ)

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে বাস ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে ৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহত সবাই মাইক্রোবাসের যাত্রী। বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলার ছাগলছেড়া বাসস্ট্যান্ড এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শীতল চন্দ্র পাল। তিনি বলেন বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা লাবনী পরিবহনের একটি বাস ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। বাসটি ছাগলছেড়া বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরিশালগামী মাইক্রো বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মাইক্রোবাসের পাঁচ যাত্রী ঘটনা স্থলে নিহত হন। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ আসাদ)

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধদের মধ্যে আরো এক জনের মৃত্যু

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধদের মধ্যে কমলা খাতুন নামের আরও এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ নিয়ে ওই ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৪ জনে। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট এর আবাসিক চিকিৎসক মো. তরিকুল ইসলাম জানান বুধবারাত ভোর সাড়ে চারটার দিক তার মৃত্যু হয়। তার শরীরের আশি শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ আসাদ)

বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায় গত বছরের তুলনায় ১১ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ

বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৩ দেশের মধ্যে ১২৯ তম। গত বছরের চেয়ে ১১ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নেপালের ৯৩, পাকিস্তান ১০৮, মিয়ানমার ১১৮, ভারত ১২৬, শ্রীলঙ্কা ১২৮ ও আফগানিস্তান ১৪৩ তম অবস্থানে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান শুধু আফগানিস্তানের উপরে। জরিপে মালদ্বীপ ও ভুটানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষের দেশ ফিনল্যান্ড। জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট জরিপ প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। শীর্ষ ১০ টি দেশের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছে নরটিক অঞ্চলের দেশগুলো। ফিনল্যান্ডের পাশাপাশি প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে আছে ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড ও সুইডেনের নাম। এছাড়া সুখী দেশ হিসেবে পাঁচ নম্বরে আছে ইসরায়েলের নাম। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ আসাদ)

রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মঙ্গলবার রাতে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে

রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মঙ্গলবার বৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টির কারণে কমেছে তাপমাত্রা। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে এই বৃষ্টির কারণ পশ্চিমা লঘু চাপ। আর এর প্রভাবে আজ বুধবার রাজধানীর সহ দেশে বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে আকাশে মেঘলা ভাব কমে তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২০.০৩.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

চোরাই পিঁয়াজে বাজার সয়লাব, খাতুনগঞ্জেও বড় দরপতন

অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ ঠিক রাখতে গত ৭ ডিসেম্বর পিঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে ভারত সরকার। এই ঘোষণার পরপরই অস্থিতিশীল হতে শুরু করে বাংলাদেশের পিঁয়াজের বাজার। হু হু করে বাড়তে থাকে দাম। কেজিপ্রতি দাম গিয়ে ঠেকে ২৪০ টাকায়। রমজান মাসে আরও বাড়তে পারে পিঁয়াজের দাম- এমন শঙ্কা থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি

ভারত থেকে পিঁয়াজ আমদানির সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ভারত সরকারও এতে নীতিগত সম্মতি দেয়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, রোজার আগেই দেশে আসবে ভারতীয় পিঁয়াজ। তবে ঘোষণার মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো সরকারিভাবে দেশে আসেনি ভারতীয় পিঁয়াজ। তবে সীমান্ত দিয়ে চোরাইপথে আসা পিঁয়াজে ভরে গেছে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের আড়ত। এতে মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে ভোগ্যপণ্যে দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ পাইকারি বাজারটিতে ভারতীয় পিঁয়াজের দাম কমেছে কেজিপ্রতি ৫৫-৬০ টাকা। কমেছে দেশি পিঁয়াজের দামও। বুধবার (২০ মার্চ) খাতুনগঞ্জ ও চাক্তাইয়ের মোকামে দেশি পিঁয়াজ ৪০ থেকে ৭০ টাকায় এবং ভারতীয় নাসিক জাতের পিঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬০-৬৫ টাকায়। ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেশি পিঁয়াজ পুরোপুরি বাজারে আসায় এবং চোরাইপথে আসা ভারতীয় পিঁয়াজের সরবরাহ বেড়ে গেছে। অন্যদিকে চাহিদা কম থাকা এবং পচনের শঙ্কায় দ্রুত কমছে দাম।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বিদেশ যেতে পারবেন না খালেদা জিয়া, মুক্তির মেয়াদ বাড়ছে ৬ মাস

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে আগের দুটি শর্তেই মুক্তির মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ছে। এ সংক্রান্ত আবেদনে মুক্তির মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ানোর বিষয়ে মত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। মতামত দিয়ে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো হচ্ছে। বুধবার (২০ মার্চ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান। আগের শর্তে (বিদেশে যাওয়া যাবে না এবং দেশে চিকিৎসা নিতে হবে) তার মুক্তির মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ানোর জন্য মতামত দেওয়া হয়েছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী। এ নিয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ নির্বাহী আদেশে আটবারের মতো বাড়ানো হচ্ছে।
আইনমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালের ২৫ মার্চ, খালেদা জিয়ার ভাইয়ের যে আবেদন ছিল ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা মতে, তার (খালেদা জিয়া) সাজা স্থগিত রেখে দুটি শর্তে যে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সেটা সাতবার বাড়ানো হয়েছে। আজ একই শর্তে সাজা স্থগিত রেখে মুক্তির আদেশ আরও ছয়মাসের জন্য বাড়ানো হচ্ছে। আমি এ মতামত দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এখনই ফাইল পাঠিয়ে দিচ্ছি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে যাত্রীবাহী বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। বুধবার (২০ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উপজেলার রাঘদী ইউনিয়নের ডোমড়াকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উপজেলার রাঘদী ইউনিয়নের ডোমড়াকান্দি এলাকায় ঢাকাগামী গ্লোবাল পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ও টেকেরহাটগামী একটি যাত্রীবাহী মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় মাইক্রোবাসের সম্মুখভাগ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মাইক্রোবাসের চালক ও চার যাত্রী নিহত হন। আরও তিনজন আহত হন। নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি ঢাকার পল্লবী এলাকার সালমা জামান (৩৫)। অন্য নিহতদের বয়স ৫০ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে। ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের এসআই নোমান ও মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক শফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

১৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমানের জামিন

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপনের অভিযোগের মামলায় ১৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমানকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। তবে বিদেশ যেতে হলে তাকে আদালতের অনুমতি নিতে হবে বলে আদেশে বলা হয়েছে। বুধবার (২০ মার্চ) প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ এ আদেশ দেন। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন অ্যাডভোকেট নাজমুল হুদা।
গত ১২ সেপ্টেম্বর দুর্নীতির মামলায় ১৩ বছরের সাজার বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করেন বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমান। আপিল আবেদনে তিনি খালাস চেয়েছিলেন। পাশাপাশি জামিন আবেদনও করেন তিনি। আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় তার আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন এ আপিল দায়ের করেন। একই মামলায় গত ৫ সেপ্টেম্বর তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত সাবেরা আমান জামিন পেয়েছেন। তিনি বিএনপির নেতা আমানউল্লাহ আমানের স্ত্রী। আপিল বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম এর চেম্বার আদালত এ আদেশ দেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

খুললো আরেকটি র‍্যাম্প, প্রকল্পের অগ্রগতি ৭২ শতাংশ

যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এফডিসি অংশের ডাউন র‍্যাম্প। এ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৭২.৫১ শতাংশ। বুধবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এফডিসির সামনের ডাউন র‍্যাম্পটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এসময় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক

বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী, সেতু বিভাগের সচিব মো. মনজুর হোসেন, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম এস আকতার উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে শুরু হয়ে কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-মগবাজার-মালিবাগ-খিলগাঁও-কমলাপুর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক (কুতুবখালী) পর্যন্ত যাবে। মূল দৈর্ঘ্য ১৯.৭৩ কিলোমিটার। র‍্যাম্পসহ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য ৪৬.৭৩ কিলোমিটার। প্রকল্পের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সংশোধিত চুক্তি সই হয় ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩। থাইল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইটালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড (৫১%) এবং চীনা প্রতিষ্ঠান শেনডং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেশন গ্রুপ (৩৪%) ও সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন লিমিটেড (১৫%) এর যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ইদ ছুটির আগেই পোশাক শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হবেঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী

পবিত্র ইদ-উল ফিতরের ছুটির আগে পোশাক শ্রমিকদের মার্চ মাসের বেতন ও ইদের বোনাস পরিশোধ করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী। বুধবার (২০ মার্চ) সচিবালয়ে আরএমজি সেক্টর সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের ১৭তম সভা শেষে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। আগামী ১০ বা ১১ এপ্রিল দেশে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ইদ-উল ফিতর উদযাপিত হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মালিক ও শ্রমিক নেতারা এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করেছি যে, আগামী ইদকে সামনে রেখে কোনো ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ বা কোনো অঘটন ঘটবে বলে আমরা মনে করি না। তাদের সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে গেছে। যেগুলো সমাধান হয়নি, সেগুলো সমাধানের বিষয়ে আমরা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। আমরা আশা করি আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনি বলেন, সভায় উচ্চস্বরে একটা কথাও হয়নি। আমরা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কথা বলেছি। তিনপক্ষ মিলে আমরা সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেছি। আশা করি এ সিদ্ধান্তগুলোর আলোকে আগামী ইদ শুভ হবে, সুন্দর হবে। বেতন, ইদ বোনাস কবে পরিশোধ করা হবে- জানতে চাইলে তিনি বলেন, করবে। ইদের ছুটির আগেই শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস দেওয়া হবে। কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বেধে দেওয়া হয়নি। কোন ইন্ডাস্ট্রির মালিক কখন দিতে পারবে, কখন দিতে পারবে না, সেটা তো আমরা জানি না। আমরা বলেছি ইদের ছুটির আগে দিতে হবে। শ্রম প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইদের আগে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না। এটা আমাদের কড়া নির্দেশনা।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনে সংহতি জানালো বিএনপি

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার ‘দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও’ স্লোগান এখন জনগণের মুখে মুখে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে ঢেউ দৃশ্যমান, তাতে মনে হয় দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। সুতরাং জনগণের দল হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপিসহ ৬৩টি গণতন্ত্রকামী দল এবং দেশপ্রেমিক জনগণ ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ১৮ কোটি মানুষের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের ভূমিকায় ফিরে আসবে ভারত সরকার। বুধবার (২০ মার্চ) নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

রিজভী বলেন, গত কয়েকদিন ধরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনগণের ভোটাধিকার হরণ, গণতন্ত্র হত্যা এবং বিনা ভোটে অবৈধ ক্ষমতার অমরত্ব লাভের অপচেষ্টায় প্রতিবেশী ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও মদদের স্বীকারোক্তি প্রদান করে জোরগলায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। কথায় কথায় প্রায় সব মন্ত্রী ভারত বন্দনায় মত্ত হচ্ছেন। তাদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ এখন ভারতের স্যাটেলাইট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের জনগণের ভোটের আশা করে না। বাংলাদেশের জনগণের ভোটের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস নেই। মোদি সরকারের ক্ষমতার জোরে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছে। আওয়ামী লীগের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশকেও এখন ডামি রাষ্ট্র মনে হয়। বিনাভোটে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য তারা পুরো দেশটাকেই ডামি রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলেছে। আওয়ামী লীগের ক্ষমতার উৎস জনগণ নয়। ক্ষমতার উৎস ভারত। ভারতই সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে রেখে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। বাংলাদেশের জনগণের অধিকার তছনছ করছে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের নেতারা ভারতের গোলামি করলেও এ দেশের মানুষ ভারতের গোলামি করবে না। ভারতের জনগণের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নাই। তবে আমাদের আপত্তি ভারতের শাসকদের পলিসি, নীতি নিয়ে। তাই দলমত নির্বিশেষে ভারতীয় এ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে। আওয়ামী লীগ নয়, ১৮ কোটি মানুষের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের ভূমিকায় ফিরে আসবে ভারত সরকার।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

জিম্মি জাহাজের মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে জলদস্যুরা

সোমালিয়ার জলদস্যুদের পক্ষ থেকে ছিনতাইয়ের শিকার এমভি আবদুল্লাহর মালিকপক্ষ কবির গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বুধবার (২০ মার্চ) জলদস্যুরা তাদের প্রাথমিক আলাপ শুরু করেছে বলে জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। মিজানুল ইসলাম বলেন, 'আজ প্রথমবারের মতো জলদস্যুরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এখন থেকে জিম্মিদের মুক্তি ও জাহাজ উদ্ধারের বিষয়টি এগোবে।' তিনি বলেন, 'মুক্তিপণের বিষয়ে এখনো কোনো আলাপ হয়নি। মাত্রই যোগাযোগ হয়েছে। বিষয়টি খুব সেনসেটিভ।' এ বিষয়ে দেশের সিনিয়র নাবিক ক্যাপ্টেন আতিক ইউএ খান বলেন, 'গত দুইদিন ধরে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ উদ্ধারে জলদস্যুদের ওপর যৌথভাবে চাপ বাড়িয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতীয় নৌবাহিনী। ফলে দস্যুরা অবস্থান বদলে উপকূলের দেড় নটিক্যাল মাইলের মধ্যে জাহাজ নিয়ে গেছে। এরপর থেকেই ধারণা করা হচ্ছিল জলদস্যুরা এবার আলাপে আসবে। তবে এটি মাত্র শুরু।'(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে যুক্ত হলো 'প্রত্যয় স্কিম'

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে 'প্রত্যয় স্কিম' নামে নতুন স্কিম চালু করা হয়েছে। সকল স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং তাদের অধীনস্থ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই স্কিম গ্রহণ করতে পারবেন। এতে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না এবং বিদ্যমান পেনশন/আনুতোষিক সুবিধা অক্ষুণ্ণ থাকবে। বুধবার (২০ মার্চ) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ১৩ মার্চ জারি করা এসআরও (নং-৪৭-আইন/২০২৪) এর মাধ্যমে সব স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং তাদের অধীনস্থ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোর চাকরিতে যে সব কর্মকর্তা বা কর্মচারী চলতি বছরের ১ জুলাই ও তার পরে নতুন যোগদান করবেন, তাদেরকে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে সরকার। এছাড়া ১৩ মার্চ জারি করা এসআরও (নং-৪৮-আইন/২০২৪) এর মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য প্রত্যয় স্কিমের রূপরেখা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রত্যয় স্কিম চালুর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না এবং তাদের বিদ্যমান পেনশন/আনুতোষিক সুবিধা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

তবে, যাদের ন্যূনতম ১০ বছর চাকরি অবশিষ্ট আছে তারা আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রত্যয় স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যয় স্কিমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবসর জীবনে মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন বিধায় চলতি বছরের ১ জুলাই ও তার পরবর্তী সময়ে নতুন যোগদান দেওয়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় খুব কম সংখ্যক স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং তাদের অধীনস্থ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পেনশন স্কিম চালু রয়েছে। এ ধরনের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীরা আনুতোষিক স্কিমের আওতাভুক্ত এবং তাদের জন্য সিপিএফ ব্যবস্থা প্রযোজ্য। ওই ব্যবস্থায় কর্মচারীরা চাকরি শেষে অবসর সুবিধা হিসেবে এককালীন আনুতোষিক প্রাপ্য হন, কিন্তু মাসিক কোনো পেনশন প্রাপ্য হন না। ফলে অবসরোত্তর জীবনে প্রায় ক্ষেত্রেই আর্থিক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হন। কর্মচারীদের অবসরোত্তর জীবনের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে সরকার 'প্রত্যয় স্কিম' প্রবর্তন করেছে। প্রত্যয় স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রাপ্ত মূল বেতনের ১০ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা, যা কম হয় তা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেতন থেকে কর্তন করা হবে এবং সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রদান করবে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বড় কোম্পানির রিটার্ন অনলাইনে জমা বাধ্যতামূলক চায় আইএমএফ

রাজস্ব আদায় বাড়াতে চলতি বছরের মাঝামাঝি থেকেই বৃহৎ কোম্পানিগুলোর আয়কর রিটার্ন অনলাইনে জমা দেওয়ার বিধান চালু করার পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মাধ্যমে করছাড় দেওয়ার যেসব বিধান রয়েছে, সেগুলো বাতিলের পাশাপাশি বিদ্যমান করছাড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তা আর না বাড়ানোর সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। এছাড়া আগামী (২০২৪-২৫) অর্থবছরের বাজেটে করছাড় কমানোর ব্যাপারে এনবিআরকে কঠোর হওয়ার পরামর্শও দিয়েছে আইএমএফ।

সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুলসহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে ঢাকা সফররত আইএমএফ প্রতিনিধিদল। বৈঠকে এনবিআরকে একাধিক সুপারিশ ও পরামর্শ দেয় তারা। এনবিআর সূত্রে জানা যায়, রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে আইএমএফ প্রতিনিধিদলে ছিলেন ডেভিড বার, আরবিন্দ মোদি ও ডেভিড ওয়েন্টওয়ার্থ নামের তিন কর্মকর্তা। এনবিআর চেয়ারম্যান ছাড়াও আয়কর বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আইএমএফ জানায়, চলতি বছরের জুন মাসের পরে দেশের বড় কোম্পানিগুলোর জন্য অনলাইনে রিটার্ন জমা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এছাড়া যেসব করপোরেট প্রতিষ্ঠান কোনো ধরনের প্রণোদনা পায়, তাদের ক্ষেত্রেও অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা উচিত। তা না মানলে তাদের প্রণোদনা যেন বন্ধ করা হয়। এছাড়া করপোরেট অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানেও প্রস্তুত আছে তারা। এজন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, কম্পিউটার আছে তাদের। পাশাপাশি করপোরেট আয়করের জন্য অবচয় ভাতার

হার ও ভাতা মূল্যায়নের পরামর্শ দিয়েছে আইএমএফ। সংস্থাটি বলছে, ব্যবসায়ের লোকসান ১০ বছর পর্যন্ত চলতে দেওয়া যেতে পারে।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

এডিপি বাস্তবায়নে ধীরগতি, ৮ মাসে খরচ সাড়ে ৮৫ হাজার কোটি টাকা

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হার মাত্র ৩১ দশমিক ১৭ শতাংশ। বিগত ৫ বছরের মধ্যে যা সবথেকে কম। এ সময়ে খরচ হয়েছে ৮৫ হাজার ৬০২ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। চলতি অর্থবছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২ লাখ ৭৪ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকা। এ হিসাবে আগামী ৪ মাসে খরচ করতে হবে এক লাখ ৮৯ হাজার ৭২ কোটি টাকা। বুধবার (২০ মার্চ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। আইএমইডি জানায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ সময়ে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল ৩২ দশমিক ১০ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই হার ছিল ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৩ দশমিক ৮৩ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৭ দশমিক ২৬ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছিল। শুধু মাত্র গত ফেব্রুয়ারি মাসে ১১ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, যা মোট এডিপির ৪ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মূল প্রকল্প এক হাজার ৩৪০টি, উপ প্রকল্প ৪৩টি এবং উন্নয়ন সহায়তা ৯টি।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

মালিবাগে হোটেলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪

রাজধানীর মালিবাগ মোড়ে শাহজালাল হোটেলে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে চারজন দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধরা হলেন- আব্দুল হান্নান (৪০), মো. সবুজ (২৪), মো. মারুফ (১৬) ও মো. জুলহাস (১৮)। বুধবার (২০ মার্চ) সন্ধ্যার দিকে এ অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধদের মধ্যে আব্দুল হান্নান ছাড়া বাকিরা হোটেলটির কর্মচারী বলে জানা গেছে। পরে দগ্ধ সবুজ, মারুফ ও জুলহাসকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়। হান্নানকে ভর্তি করা হয়েছে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে। দগ্ধ মারুফ জানান, তারা তিনজন ওই হোটেলের কর্মচারী। সন্ধ্যার দিকে কাজ করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০৩.২০২৪ প্রতীক)

BBC

FAMINE LOOMS IN SUDAN AS CIVIL WAR SURVIVORS TELL OF KILLINGS-RAPES

Civilians caught up in Sudan's civil war have given graphic accounts to the BBC of rape, ethnic violence and street executions. BBC's journalists have managed to make it to the front line of the fighting close to the capital, Khartoum. Top UN officials have said the conflict has plunged the country into one of the worst humanitarian nightmares in recent history and could trigger the world's largest hunger crisis. There are also fears that in Darfur, in the west of the country, a repeat of what the US called genocide 20 years ago may be beginning to unfold. (BBC Web Page: 20/03/24, FARUK)

APPEALS COURT FREEZES TEXAS NEW IMMIGRATION LAW

A federal appeals court has frozen Texas's controversial immigration law, one of the toughest laws of its kind enacted by a US state in modern times. The decision came just hours after the Supreme Court allowed the measure, SB4, to take effect pending an appeal. The legislation would allow officials in Texas to detain and prosecute unauthorized migrants. Mexico, which borders Texas, has said it will refuse to accept any migrants deported by its authorities. Migrants arrivals at the southern US border have risen to record highs during President Joe Biden's administration, making it a top concern among US voters ahead of November's presidential election. (BBC Web Page: 20/03/24, FARUK)

HONG KONG'S NEW LAW IS 'FINAL NAIL IN COFFIN': CRITICS

Western leaders, the UN and rights groups have joined a chorus of criticism of Hong Kong's new security law, saying it further erodes freedoms. Article 23, as it's known locally, was unanimously passed by the city's pro-Beijing parliament, targeting a range of offences deemed treasonous. Officials say the law is essential for stability but opponents called it a "nail in the city's coffin". China has long pushed for the law and said "smears" by critics would fail. The new law allows for closed-door trials, gives the police rights to detain suspects for up to 16 days without charge and penalties including life sentences, among other things. (BBC Web Page: 20/03/24, FARUK)

SEVEN DEAD AS TANKER CAPSIZES OFF JAPAN COAST

Seven sailors have died after a South Korean-flagged tanker overturned off the west coast of Japan. Rescuers found two other crew members - one of them is conscious, while the condition of the other is unknown, Japan's coast guard told the BBC. The Keoyoung Sun capsized off Yamaguchi prefecture after the crew radioed for help around 07:00 on

Wednesday. The search is still on for another two sailors who were on board. The ship was reportedly at anchor because of stormy weather. The vessel is described as an "oil/chemical tanker" on shipping websites. (BBC Web Page: 20/03/24, FARUK)

DELHI WORLD'S 'MOST POLLUTED' CAPITAL CITY: REPORT

Delhi was the most polluted capital city in the world in 2023, a Swiss-based air-quality monitoring group has found. India, of which Delhi is the capital, was also ranked as the world's third-most polluted country after neighbours Bangladesh and Pakistan, IQAir said. The country's air has worsened since 2022, when it was the eighth most polluted country, it added. Air pollution is a serious problem in several Indian cities. Experts say that rapid industrialization coupled with weak enforcement of environmental laws have played a role in increasing pollution in the country. (BBC Web Page: 20/03/24, FARUK)

SCIENTISTS SAY THEY CAN CUT HIV OUT OF CELLS

Scientists say they have successfully eliminated HIV from infected cells, using Nobel Prize-winning Crispr gene-editing technology. Working like scissors, but at the molecular level, it cuts DNA so "bad" bits can be removed or inactivated. The hope is to ultimately be able to rid the body entirely of the virus, although much more work is needed to check it would be safe and effective. Existing HIV medicines can stop the virus but not eliminate it. The University of Amsterdam team, presenting a synopsis, or abstract, of their early findings at a medical conference this week, stress their work remains merely "proof of concept" and will not become a cure for HIV any time soon. (BBC Web Page: 20/03/24, FARUK)

ENTIRE GAZA POPULATION FACING ACUTE HUNGER: US

Gaza's two million people are experiencing "severe levels of acute food insecurity", US Secretary of State Antony Blinken has said. This was first time an entire population had been so classified, he said when questioned by the BBC about conditions in the territory. Mr Blinken called on Israel to prioritize providing for those in need. UN agencies have said north Gaza could face famine by May without a pause in the fighting and a surge in aid. Mr Blinken's warning came during a trip to the Philippines as US officials announced that he would travel to the Middle East, his sixth trip to the region since October, as efforts to secure a ceasefire continue. (BBC Web Page: 20/03/24, FARUK)

N KOREA FOOTAGE SHOWS JONG UN OVERSEEING ROCKET LAUNCHER DRILLS

North Korea's state broadcaster has aired footage of the country's leader, Kim Jong Un, overseeing a missile test. Mr Kim was animated as he spokes to a military official in a field next to several large rocket launchers. Korean Central Television said the drill aimed to test the "real war capabilities" of the launchers and their operators. The footage was aired a day after South Korea and Japan said North Korea had launched several short-range ballistic missiles into the sea. (BBC Web Page: 20/03/24, FARUK)

HAITI CENTRAL BANK RAID LEAVES AT LEAST THREE DEAD

Police in Haiti have killed at least three people while repelling an attack on the country's central bank. A "group of criminals" targeted the Bank of the Republic of Haiti (BRH) on Monday, an employee told AFP, leaving up to four dead and a guard injured. The bank itself thanked security forces for "protecting our community". Haiti has been rocked by weeks of violence after gangs raided prisons, released thousands of inmates and forced the prime minister to resign. (BBC Web Page: 20/03/24, FARUK)

::THE END::